অধ্যায় ০৩

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান

Religious Customs and Ceremonies

এ অধ্যায়ে অনন্য সংযোজন

এক নজরে অধ্যায় বিশ্লেষণ

প্রস্তুতি সহায়ক সুপার কুইজ

শিখনফল ও টপিকের ধারায় প্রশ্নোত্তর

বোর্ড ও স্কুলের প্রশ্নোত্তর

মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্নোত্তর

যাচাই ও মূল্যায়ন

আলোচ্য বিষয়াবলি

▸ পাঠ-১ : ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠান ▸ পাঠ-২ ও ৩ : কতিপয় ধর্মাচার ▸ পাঠ-৪ : ধর্মানুষ্ঠান ▸ পাঠ-৫ : ধর্মানুষ্ঠান ও পারিবারিক-সামাজিক জীবনে ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মাচারের গুরুত্ব ▸ পাঠ-৬ : বাংলাদেশের তীর্থস্থান।

ভূমিকা — অধ্যায়ের প্রাথমিক ধারণা

আমাদের জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণময় করার জন্য যে সমস্ত আচার-আচরণ তা-ই ধর্মাচার। এগুলো লোকাচারও বটে। এসকল আচরণে মাঙ্গলিক কর্মের নির্দেশ আছে। অপরদিকে ধর্মশাস্ত্রে পূজা এবং অবশ্য কর্তব্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া আছে। এগুলো ধর্মানুষ্ঠান। ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠান মূলত একই সূত্রে গাঁথা। ধর্মাচার ব্যতীত ধর্মানুষ্ঠান হয় না। আবার ধর্মানুষ্ঠান করতে হলে ধর্মাচার অবশ্য কর্তব্য। সংক্রান্তি উৎসব, গৃহপ্রবেশ, জামাইষষ্ঠী, রাখীবন্ধন, ভাইফোঁটা, দীপাবলি, হাতেখড়ি, নবান্ন প্রভৃতি ধর্মাচারগুলোর পাশাপাশি দোলযাত্রা, রথযাত্রা, নামযজ্ঞ প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠানগুলোও আমাদের সংস্কৃতি।

এক নজরে অধ্যায় সূচি — অধ্যায়ে প্রতিটি বিষয় যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে

- Part-01 : বিশ্লেষণ (Analysis) ---- পৃষ্ঠা ১১৬
  - বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ ---- পৃষ্ঠা ১১৬
  - লেখচিত্রে বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ ---- পৃষ্ঠা ১১৬
  - শিখনফল বিশ্লেষণ ---- পৃষ্ঠা ১১৬
- Part-02 : অনুশীলন (Practice) ---- পৃষ্ঠা ১১৭
  - সুপার কুইজ ---- পৃষ্ঠা ১১৭
  - বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ১১৮
    - ☑ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর : নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত ---- পৃষ্ঠা ১১৮
    - ☑ পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু ও টপিকের ধারায় বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর : চূড়ান্ত সিলেবাসের আলোকে ---- পৃষ্ঠা ১১৮
  - সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর ---- পৃষ্ঠা ১২৪
  - জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ১২৬
  - সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ১২৯
    - ☑ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : পাঠ্যবইয়ের শিখনফল সূত্র সংবলিত ---- পৃষ্ঠা ১২৯
    - ☑ সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত ---- পৃষ্ঠা ১৩০
    - ☑ শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত ---- পৃষ্ঠা ১৪৬
    - ☑ মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : বিষয়বস্তুর ধারায় উপস্থাপিত ---- পৃষ্ঠা ১৪৮
  - অনুশীলনমূলক কাজ ও সমাধান ---- পৃষ্ঠা ১৫০
- Part-03 : এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স (Exclusive Suggestions) ---- পৃষ্ঠা ১৫০
- Part-04 : যাচাই ও মূল্যায়ন (Assessment & Evaluation) ---- পৃষ্ঠা ১৫২

PART 01 বিশ্লেষণ Analysis

বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও পাঠ্যবইয়ের শিখনফল বিশ্লেষণের মাধ্যমে অধ্যায়ের গুরুত্ব নির্ধারণ

বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ

সহজ প্রস্তুতির জন্য এক নজরে অধ্যায়ের গুরুত্ব

ছকে বিশ্লেষণ : এ অধ্যায় থেকে বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষায় (২০১৫—২০২৪) কয়টি বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন এসেছে তা নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো। ছকের বিশ্লেষণ দেখে শিক্ষার্থী নিজেই বুঝতে পারবে অধ্যায়টি এবারের বোর্ড পরীক্ষার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

বোর্ড / সাল	ঢাকা		রাজশাহী		যশোর		কুমিল্লা		চট্টগ্রাম		সিলেট		বরিশাল		দিনাজপুর		ময়মনসিংহ	
	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ
২০২৪	২	১	৩	১	২	১	৪	১	৫	১	৫	১	১	১	৬	১	৩	১
২০২৩	৩	২	৩	১	২	২	৭	২	১০	২	৫	২	৯	২	৬	২	৩	২
২০২০	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১
২০১৯	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	০
২০১৮	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	০
২০১৭	৫	০	৫	০	৫	০	৫	০	৫	০	৫	০	৫	০	৫	০	৫	০
২০১৬	৩	১	৩	১	৩	১	৩	১	৩	১	৩	১	৩	১	৩	১	৩	০
২০১৫	২	০	২	০	২	০	২	০	২	০	২	০	২	০	২	০	২	০
মোট	১৭	৭	১৮	৬	১৬	৭	২৩	৭	২৭	৭	২২	৭	২২	৭	২৪	৭	১৮	৪

লেখচিত্রে বিশ্লেষণ : এ অধ্যায়টি স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝাতে লেখচিত্রে বিশ্লেষণ করে দেখানো হলো। বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল উভয় লেখচিত্রের X অক্ষে 'বোর্ড' এবং Y অক্ষে 'প্রশ্নসংখ্যা' উপস্থাপিত হলো।

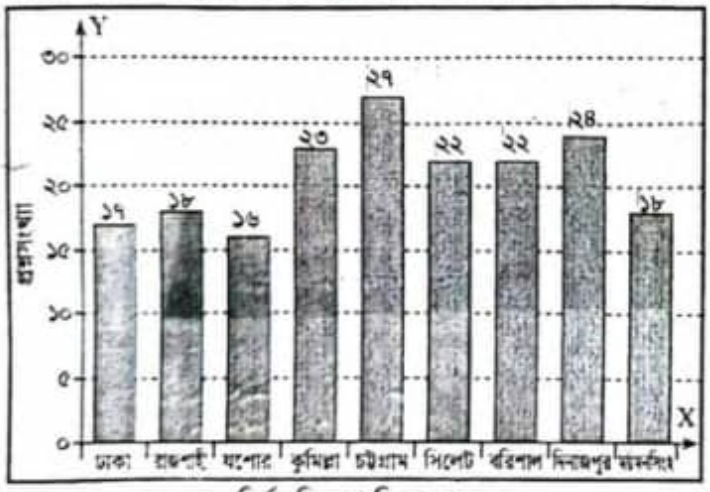

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন বিশ্লেষণ

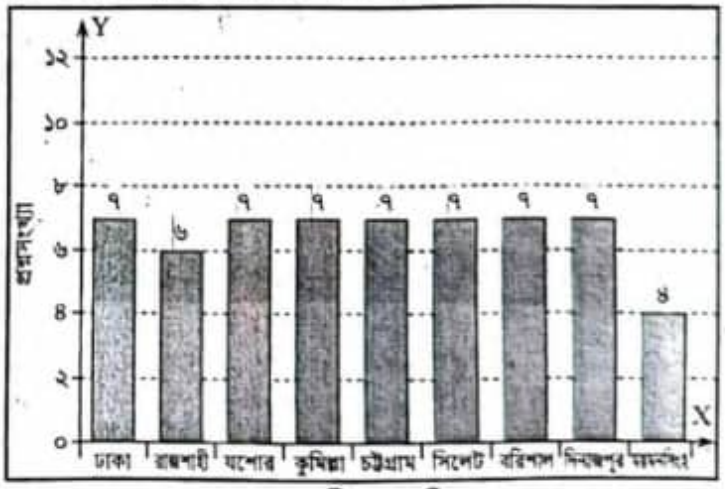

সৃজনশীল প্রশ্ন বিশ্লেষণ

শিখনফল বিশ্লেষণ : এ অধ্যায়টি স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের শিখনফল বোর্ড মার্কিংয়ের মাধ্যমে নিচের ছকে তা দেখানো হলো—

শিখনফল	বোর্ড ও সাল	গুরুত্ব
শিখনফল ১ : ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মাচারের ধারণা দুইটি ব্যাখ্যা করতে পারব।		৩
শিখনফল ২ : ধর্মানুষ্ঠান, ধর্মাচার ও পূজা আচারের মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।	[য. বো. '২৩]	৩
শিখনফল ৩ : প্রধান প্রধান ধর্মাচারগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব।	[ঢা. বো. '২৪, '১৯; রা. বো. '২৪, '১৯; য. বো. '২৩, '১৯; কু. বো. '২৩, '১৯; চ. বো. '২৩, '১৯; সি. বো. '২৩, '১৯; ব. বো. '২৩, '১৯; দি. বো. '২৩, '১৯; ম. বো. '২৪; সকল বোর্ড '১৮, '১৬]	৩
শিখনফল ৪ : সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে ধর্মাচারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।	[য. বো. '২৪; কু. বো. '২৩; চ. বো. '২৩; সি. বো. '২৩; ব. বো. '২৪; দি. বো. '২৩; সকল বোর্ড '১৮]	৩
শিখনফল ৫ : ধর্মানুষ্ঠান হিসেবে দোলযাত্রা, রথযাত্রা ও নামযজ্ঞের বর্ণনা এবং এর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।	[ঢা. বো. '২৩, '২০, '১৯; রা. বো. '২৪, '২৩, '২০, '১৯; য. বো. '২০, '১৯; কু. বো. '২৪, '২০, '১৯; চ. বো. '২৪, '২০, '২০, '১৯; সি. বো. '২৪, '২৩, '২০, '১৯; ব. বো. '২৩, '২০, '১৯; দি. বো. '২৪, '২৩, '২০, '১৯; ম. বো. '২৩, '২০; সকল বোর্ড '১৬]	৩
শিখনফল ৬ : আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক ও ধর্মীয় জীবনে ধর্মাচারের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।	[রা. বো. '২৩; চ. বো. '২৪, '২৩; সি. বো. '২৪, '২৩; ব. বো. '২৪, '২৩; দি. বো. '২৩; ম. বো. '২৩; সকল বোর্ড '১৬]	৩
শিখনফল ৭ : তীর্থ দর্শনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।	[ঢা. বো. '২৩; য. বো. '২৪, '২৩; কু. বো. '২৪; সি. বো. '২৪; ম. বো. '২৪, '২৩]	৩
শিখনফল ৮ : পঞ্চতীর্থের পরিচয় ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।		৩

PART 02 অনুশীলন Practice

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য ১০০% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে শিখনফল এবং টপিকের/বিষয়বস্তুর ধারায় প্রশ্ন ও উত্তর

সুপার কুইজ

যেকোনো বহুনির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের নিশ্চয়তায় অনুচ্ছেদের লাইনের ধারায় কুইজ আকারে প্রশ্ন ও উত্তর

প্রিয় শিক্ষার্থী, নতুন পাঠ্যবইয়ের অনুচ্ছেদ ও লাইনের ধারাবাহিকতায় ভিন্ন ধারার কুইজ টাইপ প্রশ্নাবলি এ অংশে সংযোজন করা হলো। প্রশ্নগুলোর উত্তর ঝটপট পড়ে নাও। এরপর বহুনির্বাচনি অংশের প্রশ্নোত্তরের অনুশীলন করো। দেখবে, সহজেই যেকোনো বহুনির্বাচনির সঠিক উত্তর নিশ্চিত করা যাচ্ছে।

ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠান ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৪৪

১. যে সকল আচার-আচরণ আমাদের জীবনকে সুন্দর ও মঙ্গলময় করে তোলে তাকে কী বলে? উ: ধর্মাচার
২. কোনটি ধর্মীয় বিধি-বিধান দ্বারা অনুমোদিত? উ: ধর্মাচার
৩. ধর্মাচার ব্যতীত কী হয় না? উ: ধর্মানুষ্ঠান

কতিপয় ধর্মাচার ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৪৪

৪. নবনির্মিত গৃহে প্রথম প্রবেশ করার সময় কোন দেবতার পূজা করা হয়? উ: ভূমিদেবতা
৫. কোন মাসে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পালন করা হয়? উ: কার্তিক
৬. ভাই-বোনের আজীবন ভালোবাসার প্রতীক কোনটি? উ: রাখী বন্ধন
৭. চৈত্র সংক্রান্তির প্রধান উৎসব কোনটি? উ: শিবপূজা
৮. ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কোন তিথিতে পালন করা হয়? উ: শুক্লা দ্বিতীয়া
৯. দীপাবলি উৎসব কী নামে পরিচিত? উ: দেওয়ালি
১০. 'বৈসাবি' পালন করা হয় কখন? উ: চৈত্র মাসের শেষ দিন
১১. কোন অনুষ্ঠানে প্রদীপ জ্বালিয়ে অন্ধকার দূর করা হয়? উ: দীপাবলি
১২. সংক্রান্তি শব্দটি কোথাও কোথাও কী নামে পরিচিত? উ: 'সাকরাইন'
১৩. বাংলা মাসের শেষ দিনকে কী বলা হয়? উ: সংক্রান্তি
১৪. গৃহ প্রবেশের সময় কোন দেবতার পূজা অবশ্য করণীয়? উ: নারায়ণের
১৫. শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পালন করা হয় কোন ধর্মাচারটি? উ: রাখীবন্ধন
১৬. রাখী পূর্ণিমা কোন মাসে হয়? উ: শ্রাবণ
১৭. কোন ঋতুতে নবান্ন উৎসব পালিত হয়? উ: হেমন্ত
১৮. হাতেখড়ি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে একজন শিশু কোথায় প্রবেশ করে? উ: শিক্ষা জীবনে
১৯. কোন পূজার আগের দিন দীপাবলি পালিত হয়? উ: কালী
২০. দীপাবলি কোনটি দূর করার প্রতীক? উ: মনের অজ্ঞানতার মোহান্ধকার
২১. 'রাখী' কথাটি কোন শব্দ থেকে উৎপন্ন? উ: রক্ষা
২২. রাখীবন্ধন কিসের প্রতীক? উ: আজীবন ভালোবাসার
২৩. 'হাতেখড়ি' অনুষ্ঠান কাদের শিক্ষাজীবনে প্রবেশের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়? উ: শিশুদের
২৪. নবান্ন শব্দের অর্থ কী? উ: নতুন ভাত

ধর্মানুষ্ঠান ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৪৭

২৫. 'নবান্ন' উৎসবে কোন দেবীর পূজা করা হয়? উ: লক্ষ্মী
২৬. চৈত্রসংক্রান্তির প্রধান উৎসব কোনটি? উ: শিবপূজা
২৭. কোন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করা হয়? উ: নামযজ্ঞ
২৮. দোলযাত্রা মূলতঃ কাদের উৎসব? উ: বৈষ্ণবদের
২৯. কোন ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ ঈশ্বরের কাছাকাছি আসতে পারে? উ: রথযাত্রা
৩০. দোলযাত্রা কী মাসে অনুষ্ঠিত হয়? উ: ফাল্গুন মাসে
৩১. রথে কয়জন দেবতা অধিষ্ঠিত থাকেন? উ: তিনজন
৩২. রথযাত্রার কতদিন পরে উল্টোরথ পর্বটি সমাপ্ত হয়? উ: নয় দিন
৩৩. দোলপূর্ণিমার দিনে কাকে দোলায় রেখে আবীর রাঙিয়ে পূজা করা হয়? উ: রাধা-কৃষ্ণকে
৩৪. বাংলার বাইরে দোল পূর্ণিমার পরিচয় কোনটি? উ: হোলি উৎসব
৩৫. রথযাত্রা কার নামে পরিচিত? উ: শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব
৩৬. রথযাত্রা উপলক্ষে কয়দিনব্যাপী বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়? উ: নয় দিন
৩৭. রথের সময় ভগবান কার কাছে নেমে আসেন? উ: ভক্তের কাছে

ধর্মানুষ্ঠান ও পারিবারিক-সামাজিক জীবনে ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মাচারের গুরুত্ব ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৪৮

৩৮. নামযজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে কোনটি সুদৃঢ় হয়? উ: সামাজিক বন্ধন
৩৯. নামযজ্ঞে কয় ঘণ্টায় এক প্রহর ধরা হয়? উ: তিন ঘণ্টা
৪০. নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কার পূজা করা হয়? উ: শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্র

বাংলাদেশের তীর্থস্থান ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৪৮

৪১. "যুগটিলা" তীর্থ স্থানটি কোথায় অবস্থিত? উ: শ্রীহট্ট
৪২. শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভুর জন্মস্থান কোথায়? উ: সুনামগঞ্জের পনাতীর্থ
৪৩. 'ওড়াকান্দি' তীর্থ স্থানটি বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত? উ: গোপালগঞ্জ জেলায়
৪৪. পুরানো রেণুকা নদী বর্তমানে কী নামে পরিচিত? উ: যাদুকাটা নদী
৪৫. অদ্বৈত প্রভু কীসের দ্বারা সবতীর্থের পুণ্যজল এক করেছিলেন? উ: যোগসাধনা বলে
৪৬. 'রামঠাকুরের সমাধিস্থল' তীর্থস্থানটি বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত? উ: নোয়াখালী জেলায়
৪৭. পণা তীর্থ কোথায় অবস্থিত? উ: তাহিরপুর
৪৮. লাঙ্গলবন্দ কোথায় অবস্থিত? উ: নারায়ণগঞ্জ
৪৯. আদিনাথের মন্দির কোথায় অবস্থিত? উ: মহেশখালীতে
৫০. পুণ্যস্থানকে কী বলা হয়? উ: তীর্থস্থান
৫১. ঐতিহাসিক তীর্থস্থান ভ্রমণে কী বৃদ্ধি পায়? উ: জ্ঞানের পরিধি
৫২. পণাতীর্থে প্রতিবছর কিসে বহুলোকের সমাগম হয়? উ: বারুণী স্নানে

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য টপিকের ধারায় নির্ভুল উত্তর সংবলিত A+ গ্রেড বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর — প্রশ্নের মান ১

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

১. 'নবান্ন' উৎসবে কোন দেবীর পূজা করা হয়?
(ক) সরস্বতী (খ) লক্ষ্মী
খ (গ) দুর্গা (ঘ) মনসা

২. চৈত্রসংক্রান্তির প্রধান উৎসব কোনটি?
(ক) জামাইষষ্ঠী (খ) দোলযাত্রা
ঘ (গ) দীপাবলি (ঘ) শিবপূজা

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
নবম শ্রেণির ছাত্র অয়ন পহেলা বৈশাখের সকালে পূজার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রামের সকলের সাথে আনন্দ উপভোগ করে। এ আনন্দ উৎসব তার কাছে ছিল মহামিলন মেলা।

৩. অয়ন গ্রামে কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে?
(ক) সংক্রান্তি (খ) গৃহপ্রবেশ
গ (গ) বর্ষবরণ (ঘ) নবান্ন

৪. সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে উক্ত অনুষ্ঠানটি অয়নের জীবনে এক মহামিলন মেলা। কারণ এ অনুষ্ঠানটি—
i. সর্বজনীন
ii. অসাম্প্রদায়িক চেতনার মিলন
iii. ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ (ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

বিষয়বস্তু ও টপিকের ধারায় টপ গ্রেডেড বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

চূড়ান্ত সিলেবাসের আলোকে

ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠান ▸ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ৪৪

৫. ধর্মাচার ব্যতীত কী হয় না? [কু. বো. '২৩]
(ক) যজ্ঞানুষ্ঠান (খ) পূজানুষ্ঠান
গ (গ) ধর্মানুষ্ঠান (ঘ) ধর্মপালন

৬. ধর্মানুষ্ঠান করতে গেলে যা প্রয়োজন— [চ. বো. '২৩]
(ক) নিত্যাচার (খ) সদাচার
ঘ (গ) শিষ্টাচার (ঘ) ধর্মাচার

৭. যার মাধ্যমে সমাজ ও পারিবারিক জীবনের বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়— [সকল বোর্ড '১৮]
(ক) শিক্ষা (খ) বন্ধুত্ব
ঘ (গ) বিনয় (ঘ) ধর্মাচার

৮. ধর্মাচার ব্যতীত কী হয় না? [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ; আমেনা-বাকী রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, দিনাজপুর]
(ক) যজ্ঞানুষ্ঠান (খ) পূজানুষ্ঠান
গ (গ) ধর্মানুষ্ঠান (ঘ) ধর্মপালন

৯. যে সমস্ত আচার-আচরণ আমাদের জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণময় করে তা—
(ক) সদাচার নামে স্বীকৃত (খ) পুণ্যাচার নামে স্বীকৃত
গ (গ) ধর্মাচার নামে স্বীকৃত (ঘ) নিত্যাচার নামে স্বীকৃত

১০. লোকাচার বলতে কী বোঝায়?
(ক) জীবনের জন্য সুন্দর ও কল্যাণময় আচরণ
(খ) মানুষের যেকোনো আচার-আচরণ
(গ) দানবীয় আচার-আচরণ
ক (ঘ) একটিও না

১১. ধর্মানুষ্ঠান বলতে কী বোঝায়?
(ক) পূজাপার্বণ
(খ) নিত্যপার্বণ
(গ) সংরক্ষিত কর্মসমূহ
ঘ (ঘ) পূজাসহ ধর্মশাস্ত্রে অবশ্য কর্তব্য অনুষ্ঠানসমূহ

১২. ধর্মানুষ্ঠান করতে গেলে যা অবশ্য কর্তব্য—
(ক) নিত্যাচার (খ) সদাচার
ঘ (গ) শিবাচার (ঘ) ধর্মাচার

১৩. ধর্মাচার যার সাথে সম্পর্কিত—
(ক) সাধারণ নিয়মনীতি (খ) ধর্মনীতি
খ (গ) কর্মনীতি (ঘ) কর্মফল

১৪. ঈশ্বর, দেব-দেবীর স্তব-স্তুতি, প্রশংসা করে যেসব অনুষ্ঠান করা হয় সেগুলোকে কী বলে?
(ক) যজ্ঞানুষ্ঠান (খ) নিত্যানুষ্ঠান
ঘ (গ) পূজানুষ্ঠান (ঘ) ধর্মানুষ্ঠান

১৫. যা পরস্পর সম্পর্কিত— [আমেনা-বাকী রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, দিনাজপুর]
i. ধর্মানুষ্ঠান
ii. ধর্মাচার
iii. পূজা পার্বন
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৬. যেখানে ধর্মাচারের গুরুত্ব অপরিসীম—
i. ব্যক্তি ও পরিবার জীবন
ii. সামাজিক জীবন
iii. পারলৌকিক জীবন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

কতিপয় ধর্মাচার ▸ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ৪৪

১৭. নবনির্মিত গৃহে প্রথম প্রবেশ করার সময় কোন দেবতার পূজা করা হয়? [ঢা. বো. '২৪]
খ (ক) শ্রীকৃষ্ণ (খ) ভূমিদেবতা (গ) গণেশ (ঘ) কার্তিক

১৮. কোন মাসে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পালন করা হয়? [রা. বো. '২৪]
(ক) ভাদ্র (খ) আশ্বিন
গ (গ) কার্তিক (ঘ) অগ্রহায়ন

১৯. ভাই-বোনের আজীবন ভালোবাসার প্রতীক কোনটি? [কু. বো. '২৪]
(ক) রাখী বন্ধন (খ) ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া
ক (গ) জামাই ষষ্ঠী (ঘ) সংক্রান্তি

২০. চৈত্র সংক্রান্তির প্রধান উৎসব কোনটি? [কু. বো. '২৩; ব. বো. '২৪]
(ক) জামাইষষ্ঠী (খ) শিবপূজা
খ (গ) দোলযাত্রা (ঘ) দীপাবলি

২১. 'বৈসাবি' বলতে বোঝায়— [দি. বো. '২৪]
(ক) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব
(খ) হিন্দুদের একটি ব্যতিক্রমধর্মী উৎসব
(গ) মনের অজ্ঞানতা দূর করার অনুষ্ঠান
ক (ঘ) শিক্ষাজীবনে প্রবেশের অনুষ্ঠান

২২. রাখীবন্ধনের মাধ্যমে— [ঢা. বো. '২৩]
(ক) জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা হয়
(খ) অসাম্প্রদায়িক চেতনার সৃষ্টি হয়
(গ) সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়
গ (ঘ) ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়

২৩. রমাদেবী নবান্ন উৎসবে এক দেবীর পূজা করেন। তিনি কোন দেবীর পূজা করেন? [ঢা. বো. '২৩]
(ক) লক্ষ্মী (খ) সরস্বতী
ক (গ) মনসা (ঘ) শীতলা

২৪. ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কোন তিথিতে পালন করা হয়? [ঘ. বো. '২৩]
ক শুক্লা পঞ্চমী খ শুক্লা দ্বিতীয়া
গ অমাবস্যা ঘ শুক্লা দ্বাদশী

২৫. দীপাবলি উৎসব কী নামে পরিচিত? [চ. বো. '২৩; সকল বোর্ড '১৭]
ক নীলপূজা খ দেওয়ালি
গ সর্বমঙ্গলা ঘ ঠাকুরানি

২৬. নির্মল বাবু তার সন্তানের মঙ্গল প্রার্থনা করে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল তিথিতে এক বিশেষ দেবীর পূজা করলেন। নির্মল বাবুর পূজিত দেবীর নাম– [সি. বো. '২৩]
ক স্বরস্বতী খ লক্ষ্মী
গ শীতলা ঘ ষষ্ঠী

২৭. 'বৈসাবি' পালন করা হয় কখন? [ব. বো. '২৩]
ক ফাল্গুন মাসের শেষ দিন খ চৈত্র মাসের শেষ দিন
গ বৈশাখ মাসের শেষ দিন ঘ জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ দিন

২৮. শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে রমা তার ভাইয়ের হাতে একটি পবিত্র সুতো বেঁধে দিল। রমা যেটা করল তাকে কী বলে? [ব. বো. '২৩]
ক রাখী বন্ধন খ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া
গ দীপাবলি ঘ হাত খড়ি

২৯. কোন অনুষ্ঠানে প্রদীপ জ্বালিয়ে অন্ধকার দূর করা হয়? [ব. বো. '২৩]
ক দোলযাত্রা খ বর্ষবরণ
গ দীপাবলি ঘ হাতে খড়ি

৩০. সংক্রান্তি শব্দটি কোথাও কোথাও কী নামে পরিচিত? [সি. বো. '২৩]
ক 'সুখরাত্রি' খ 'হাতে খড়ি'
গ 'বৈসাবি' ঘ 'সাকরাইন'

৩১. বাংলা মাসের শেষ দিনকে কী বলা হয়? [ম. বো. '২৩]
ক সংক্রান্তি খ ধর্মানুষ্ঠান
গ ধর্মাচার ঘ উপবাস

৩২. গৃহ প্রবেশের সময় কোন দেবতার পূজা অবশ্য করণীয়? [সকল বোর্ড '১৯]
ক ব্রহ্মার খ নারায়ণের
গ শিবের ঘ ইন্দ্রের

৩৩. শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথিতে পালন করা হয় কোন ধর্মাচারটি? [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
ক ভ্রাতৃদ্বিতীয়া খ রাখীবন্ধন
গ জামাইষষ্ঠী ঘ নবান্ন

৩৪. রাখী পূর্ণিমা কোন মাসে হয়? [বগুড়া জিলা স্কুল]
ক আষাঢ় খ শ্রাবণ
গ আশ্বিন ঘ কার্তিক

৩৫. কোন ঋতুতে নবান্ন উৎসব পালিত হয়? [বগুড়া গভ. গার্লস হাই স্কুল; নবাব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা; পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]
ক হেমন্ত খ শীত
গ শরৎ ঘ বসন্ত

৩৬. হাতেখড়ি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে একজন শিশু কোথায় প্রবেশ করে? [গভ. ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা]
ক পিতৃ গৃহে খ গার্হস্থ্য জীবনে
গ শিক্ষা জীবনে ঘ চাকরি জীবনে

৩৭. কোন পূজার আগের দিন দীপাবলি পালিত হয়? [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
ক দুর্গা খ লক্ষ্মী
গ কালী ঘ সরস্বতী

৩৮. কার নাম অনুসরণ করে বর্তমানে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পালন করা হয়? [বগুড়া গভ. গার্লস হাই স্কুল]
ক শীতলাদেবী খ পদ্মাদেবী
গ যমুনাদেবী ঘ শুকলাদেবী

৩৯. সুমিতা দেবী তার ছোট ছেলেকে শিক্ষা জীবনে প্রবেশ করানোর জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। এই অনুষ্ঠানের নাম কী? [নবাব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা]
ক ভ্রাতৃদ্বিতীয়া খ হাতেখড়ি
গ দীপাবলি ঘ সমাবর্তন

৪০. দীপাবলি কোনটি দূর করার প্রতীক? [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম; আলমাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ]
ক মনের দুঃখ খ মানসিক যন্ত্রণা
গ মনের অজ্ঞানতা ঘ চঞ্চলতা

৪১. 'সাকরাইন' কী? [বরিশাল সরকারি বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়]
ক ব্রত খ উপবাস গ দান ঘ সংক্রান্তি

৪২. লোকাচার বলতে যা বোঝায়– [রংপুর জিলা স্কুল]
ক জীবনের জন্য সুন্দর ও কল্যাণময় আচরণ
খ মানুষের যে কোনো আচার-আচরণ
গ দানশীল আচার-আচরণ
ঘ মানবের অলৌকিক আচরণ

৪৩. সংক্রান্তি বলতে কী বোঝায়?
ক বাংলা মাসের শেষ দিন খ বাংলা মাসের প্রথম দিন
গ ইংরেজি মাসের প্রথম দিন ঘ ইংরেজি মাসের শেষ দিন

৪৪. পৌষ সংক্রান্তির দিনে হিন্দুরা পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে যা করে থাকে–
ক অর্পণ খ তর্পণ
গ নিবেদন ঘ প্রাশ্ন

৪৫. চড়ক পূজা বলতে কী বোঝায়?
ক দুর্গাপূজার অঙ্গ খ কালীপূজার অঙ্গ
গ বিষ্ণু পূজার অঙ্গ ঘ শিবপূজার অঙ্গ

৪৬. 'রাখী' কথাটি কোন শব্দ থেকে উৎপন্ন?
ক রাগ খ রক্ষা গ রক্ষিত ঘ রক্ষণ

৪৭. রাখীবন্ধন কিসের প্রতীক?
ক আজীবন ভালোবাসার খ সুসম্পর্কের
গ একাগ্রতার ঘ আন্তরিকতার

৪৮. ভ্রাতৃদ্বিতীয়াকে ভাইফোঁটা বলা হয় কেন?
ক ওইদিন ভাইয়ের কপালে বোন চন্দনের ফোটা দেয় বলে
খ বোনের কপালে বোন চন্দনের ফোটা দেয় বলে
গ ভাইয়ের কপালে ভাই চন্দনের ফোটা দেয় বলে
ঘ বোনের কপালে ভাই চন্দনের ফোটা দেয় বলে

৪৯. জাতিধর্ম নির্বিশেষে কোনটি দ্বারা সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের চেতনা জাগ্রত করে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব?
ক সংক্রান্তি খ গৃহপ্রবেশ
গ রাখীবন্ধন ঘ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া

৫০. 'হাতেখড়ি' অনুষ্ঠান কাদের শিক্ষাজীবনে প্রবেশের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়?
ক শৈশবের খ কিশোরদের
গ শিশুদের ঘ যুবকদের

৫১. নবান্ন শব্দের অর্থ কী?
ক ভাত খ পুরাণ ভাত গ ডাল-ভাত ঘ নতুন ভাত

৫২. বাঙালি সমাজে যে সংক্রান্তি উৎসবগুলো উল্লেখযোগ্য– [সি. বো. '২৪]
i. কার্তিক সংক্রান্তি
ii. পৌষ সংক্রান্তি
iii. চৈত্র সংক্রান্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ iii ঘ i, ii ও iii

৫৩. কীভাবে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব? [সি. বো. '২৩]
i. দীপাবলীর মাধ্যমে
ii. রাখী বন্ধনের মাধ্যমে
iii. ভাতৃদ্বিতীয়ার মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i ও ii

৫৪. দীপাবলিকে বলা হয়– [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
i. সুখরাত্রি
ii. দেওয়ালী
iii. মধুমিতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৫. ধর্মীয় সামাজিক উৎসব 'বৈসাবি' পালন করা হয়– [পাবনা জেলা স্কুল]
i. বর্ষবরণ ও চৈত্রসংক্রান্তিতে
ii. পাহাড়ি অঞ্চলের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মধ্যে
iii. পৌষ সংক্রান্তিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৬. যে ধর্মানুষ্ঠানগুলো আমাদের সংস্কৃতির পরিচায়ক— [কুমিল্লা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; নবাব ফয়জুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা]
i. জামাইষষ্ঠী
ii. দীপাবলী
iii. গৃহপ্রবেশ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ঘ) ⓚ i ও ii ⓚ ii ও iii ⓖ i ও iii ⓖ i, ii ও iii

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫৭. বর্ষবরণ উৎসবে যে অনুষ্ঠানটি পালন করা হয়—
i. পান্তাসহ মিষ্টি ও ইলিশ-পান্তা খাওয়া
ii. ভাব বিনিময়
iii. হালখাতা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ঘ) (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৫৮ ও ৫৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সুমনা কার্তিক মাসের এক বিশেষ তিথিতে উপবাস থেকে ভাই-এর কপালে তার অনামিকা স্পর্শ করে। [ব. বো. '২৪]

৫৮. সুমনার ভাই এর কপালে আঙুল স্পর্শ করাকে কী বলে?
(ক) রাখীবন্ধন (খ) ভ্রাতৃদ্বিতীয়া
(খ) (গ) হাতেখড়ি (ঘ) দীপাবলি

৫৯. সুমনার উপবাস থেকে ভাই-এর কপালে আঙুল স্পর্শ করার কারণ—
i. ভাইয়ের মঙ্গল কামনা
ii. ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনা
iii. ভাইকে বিপদমুক্ত রাখা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ঘ) (ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৬০ ও ৬১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
তাথৈ শ্রাবণ মাসের এক বিশেষ তিথিতে তার ভাইয়ের হাতে একটি পবিত্র সুতো বেঁধে দেয়। [সি. বো. '২৪]

৬০. তাথৈ কোন তিথিতে তার ভাইয়ের হাতে পবিত্র সুতো বেঁধে দেয়।
(ক) পূর্ণিমা তিথি (খ) অমাবস্যা তিথি
(ক) (গ) দ্বিতীয়া তিথি (ঘ) চতুর্দশী তিথি

৬১. তাথৈর ভাইয়ের হাতে সুতো বেঁধে দেওয়ার কারণ হলো—
i. বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়া
ii. ভাই-বোনের মধ্যেকার আজীবন ভালোবাসার প্রতীক
iii. শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে রাখার প্রতীক
নিচের কোনটি সঠিক?
(গ) (ক) i (খ) ii (গ) i ও ii (ঘ) i ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৬২ ও ৬৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সদ্য বিবাহিত চয়ন শাশুড়ির নিমন্ত্রণে জ্যৈষ্ঠ মাসের এক বিশেষ তিথিতে শ্বশুর বাড়ি যায়। অন্যদিকে, শ্রেয়াদের বাড়িতে নতুন ধানের চাল দিয়ে পিঠা পায়েস তৈরি করে একটি উৎসবের আয়োজন করেছে। পাড়ার সকলে মিলে এ উৎসবে মেতে উঠেছে। [দি. বো. '২৪]

৬২. চয়ন কোন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য শ্বশুর বাড়ি যায়?
(ক) সংক্রান্তি (খ) বর্ষবরণ
(গ) (গ) জামাইষষ্ঠী (ঘ) দীপাবলি

৬৩. শ্রেয়াদের বাড়িতে অনুষ্ঠিত উৎসবের মাহাত্ম্য হচ্ছে—
i. সার্বজনীন উৎসব
ii. অমঙ্গল দূর করার প্রতীকী অনুষ্ঠান
iii. অসাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ঘ) (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৬৪ ও ৬৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
তন্ময় তার শাশুড়ির আমন্ত্রণে জ্যৈষ্ঠ মাসের বিশেষ তিথিতে শ্বশুর বাড়িতে যায়। সেখানে অনেক রকম খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়। অন্যদিকে তমাদের বাড়িতে একটি উৎসবের আয়োজন করা হয়। এ উৎসব উপলক্ষ্যে বাতি জ্বালিয়ে চারদিক আলোকিত করা হয়। [রা. বো. '২৩]

৬৪. তন্ময়ের শ্বশুর বাড়িতে কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়?
(ক) রথযাত্রা (খ) দোলযাত্রা
(ঘ) (গ) নবান্ন (ঘ) জামাইষষ্ঠী

৬৫. তমাদের বাড়িতে আয়োজিত উৎসবের তাৎপর্য হলো—
i. মনের অন্ধকার দূর হয়
ii. সকল কুসংস্কার দূর হয়
iii. ভাই-বোনের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৬৬ ও ৬৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
হেমন্তকালের এক বিশেষ দিনে রূপা তার মাকে পিঠা বানাতে বলল। তার মা এদিনে এক বিশেষ দেবীর পূজাও করেন। [কু. বো. '২৩]

৬৬. রূপার মা কোন দেবীর পূজা করেন?
(ক) দুর্গা (খ) শীতলা
(গ) (গ) লক্ষ্মী (ঘ) কালী

৬৭. রূপার মায়ের পালিত ধর্মাচারটি থেকে কী শিক্ষা পাই?
(ক) কুমারী নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন
(খ) অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধ
(গ) সন্তানের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল
(খ) (ঘ) কুসংস্কার দূরীকরণ

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৬৮ ও ৬৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সদ্য বিবাহিত আশীষ তার শাশুড়ির নিমন্ত্রণে জ্যৈষ্ঠ মাসের এক বিশেষ তিথিতে শ্বশুরালয়ে বেড়াতে যায়। অন্যদিকে তার শাশুড়ি এ উপলক্ষে সেখানে বিশেষ অনুষ্ঠান ও খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করে। [চ. বো. '২৩; সকল বোর্ড '১৭]

৬৮. আশীষের শ্বশুরালয়ে কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়?
(ক) জামাই ষষ্ঠী (খ) রাখী বন্ধন
(ক) (গ) গৃহ প্রবেশ (ঘ) ভাইফোঁটা

৬৯. উক্ত অনুষ্ঠানে তার শাশুড়ির করণীয়—
(ক) হাতে পবিত্র সুতো বেঁধে দেওয়া
(খ) নতুন বস্ত্র প্রদান করা
(গ) নারায়ণ দেবতার পূজা করা
(খ) (ঘ) নতুন ধানের চাল দিয়ে পিঠা তৈরি করা

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৭০ ও ৭১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
তমা প্রতিবছর কার্তিক মাসের এক বিশেষ তিথিতে উপবাস থেকে ভাইয়ের মঙ্গলার্থে দীর্ঘায়ু কামনা করে। [সি. বো. '২৩]

৭০. তমা কোন তিথিতে উপবাস করেন?
(ক) (ক) দ্বিতীয়া (খ) তৃতীয়া (গ) ষষ্ঠী (ঘ) সপ্তমী

৭১. উক্ত ধর্মানুষ্ঠানটি সকলের মধ্যে—
i. ভ্রাতৃত্বের চেতনা জাগ্রত করে
ii. সামাজিক ঐক্য সৃষ্টি করে
iii. জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করে
নিচের কোনটি সঠিক?
(গ) (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৭২ ও ৭৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সমরেশ বাবু প্রতিবেশীদের নিয়ে একটি লোকাচার অনুষ্ঠান পালন করেন। এ অনুষ্ঠানে ভূমিদেবতার পূজা করা হয়। অন্যদিকে ভবতোষ বাবু বিশ্বাস করেন সমবেত উপাসনার মাধ্যমে চরিত্র গঠন করা সম্ভব। তার উদ্দেশ্য হলো নিজে ভালো মানুষ হওয়া এবং অপরকে ভালো মানুষ হতে সহায়তা করা। [ব. বো. '২৩]

৭২. সমরেশ বাবু যে লোকাচারটি পালন করে তার নাম কী?
(ক) সংক্রান্তি (খ) গৃহ প্রবেশ
(খ) (গ) জামাই ষষ্ঠী (ঘ) রাখী বন্ধন

৭৩. ভবতোষ বাবু যে মহাপুরুষের আদর্শ অনুসরণ করে তার বৈশিষ্ট্য—
i. জগতের কল্যাণে নিয়োজিত থাকা
ii. সবাইকে সমানভাবে ভালোবাসা
iii. সবাইকে হরি নামে মেতে থাকা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৭৪ ও ৭৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রথিন কল্যাণকর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি ধর্মাচার পালন করে। অনুষ্ঠানে নারায়ণ দেবতার সাথে বাস্তু দেবতার পূজা করে। অপরদিকে, বলাই বাবু হেমন্তকালে অগ্রহায়ণ মাসে নতুন ধান কাটা হলে একটি উৎসবের আয়োজন করেন। এ উৎসবে বিভিন্ন প্রকার পিঠা তৈরি করে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করেন। [দি. বো. '২৩]

৭৪. রথিন যে ধর্মাচারটি পালন করে, তার নাম কী?
ক দীপাবলি খ গৃহপ্রবেশ
গ হাতেখড়ি ঘ বর্ষবরণ
উত্তর: খ

৭৫. বলাই বাবুর উৎসবটি পালনের তাৎপর্য–
i. মনের অজ্ঞানতা দূর হয়
ii. অসাম্প্রদায়িক চেতনার উন্মেষ ঘটানো
iii. ধন সম্পদের বৃদ্ধি ঘটানো
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উত্তর: গ

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৭৬ ও ৭৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
অথৈ কার্তিক মাসের এক বিশেষ তিথিতে উপবাস থেকে তার ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিয়ে মঙ্গল কামনা করল। [সকল বোর্ড '১৫]

৭৬. অথৈ কোন তিথিতে তার ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিয়েছিল?
ক দ্বিতীয়া খ একাদশী
গ চতুর্দশী ঘ পূর্ণিমা
উত্তর: ক

৭৭. অথৈ তার ভাইকে ফোঁটা দেয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো তার ভাই যেন–
i. দীর্ঘ জীবন লাভ করে
ii. বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পায়
iii. উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii
উত্তর: গ

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৭৮ ও ৭৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
চন্দ্রার একমাত্র ভাই কুশন। ভাইয়ের জন্য তার দুশ্চিন্তার শেষ নেই। তাই কার্তিক মাসের দ্বিতীয়া তিথিতে চন্দ্রা উপবাস থেকে ভাইকে ডেকে তার কপালে ফোঁটা দিল। [বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]

৭৮. চন্দ্রার পালিত ধর্মাচারটির নাম কী?
ক ভ্রাতৃ আদর খ ভাইমঙ্গল
গ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ঘ রাখী পূর্ণিমা
উত্তর: গ

৭৯. ভ্রাতৃদ্বিতীয়া নামক ধর্মাচারটি সকলের মধ্যে–
i. ভ্রাতৃত্বের চেতনা জাগ্রত করে
ii. জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করে
iii. পারস্পরিক সহনশীলতা সৃষ্টি করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উত্তর: ঘ

■ নিচের চিত্রটি পড় এবং ৮০ ও ৮১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

৮০. উপর্যুক্ত চিত্রটি কোন ধর্মানুষ্ঠানকে নির্দেশ করে?
ক রাখীবন্ধন খ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া
গ গৃহপ্রবেশ ঘ দীপাবলি
উত্তর: ক

৮১. উক্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে–
i. ধর্মানুষ্ঠান প্রকাশ করা হয়
ii. ভাই-বোনের মধ্যে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়
iii. বন্ধুত্ব রক্ষা পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উত্তর: ক

ধর্মানুষ্ঠান

▸ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ৪৭

৮২. কোন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাম চন্দ্রের পূজা করা হয়? [কু. বো. '১৯]
ক রথযাত্রা খ দীপাবলি
গ নামযজ্ঞ ঘ রাখী বন্ধন
উত্তর: গ

৮৩. দোলযাত্রা মূলতঃ কাদের উৎসব? [কু. বো. '১৯]
ক শৈব খ শূদ্র
গ শক্তিয়া ঘ বৈষ্ণব
উত্তর: ঘ

৮৪. বুড়ির ঘর পোড়ানো হয় কেন? [কু. বো. '২৩; চ. বো. '১৯, '২৩]
ক অন্যায় থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য
খ শত্রুকে বিতাড়িত করার জন্য
গ অমঙ্গলকে দূর করার জন্য
ঘ দুঃখকে বিনাশ করার জন্য
উত্তর: গ

৮৫. কোনটি ধর্মানুষ্ঠান? [ম. বো. '১৯]
ক সংক্রান্তি খ দোলযাত্রা
গ গৃহ প্রবেশ ঘ রাখীবন্ধন
উত্তর: খ

৮৬. বুড়ির ঘর পোড়ানো হয় কেন? [ম. বো. '১৯]
ক মঙ্গল শক্তিকে আহ্বান করার জন্য
খ ভগবানকে ভক্তের কাছে আনার জন্য
গ মনের কুসংস্কার দূর করার জন্য
ঘ ধনসম্পদ বৃদ্ধির জন্য
উত্তর: ক

৮৭. কোন ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ ঈশ্বরের কাছাকাছি আসতে পারে? [য. বো. '২৩]
ক নামযজ্ঞ খ দীপাবলি
গ রথযাত্রা ঘ দোলযাত্রা
উত্তর: গ

৮৮. দোলযাত্রা কী মাসে অনুষ্ঠিত হয়? [রা. বো. '২৩]
ক ফাল্গুন মাসে খ আষাঢ় মাসে
গ কার্তিক মাসে ঘ অগ্রহায়ণ মাসে
উত্তর: ক

৮৯. রথে কয়জন দেবতা অধিষ্ঠিত থাকেন? [কু. বো. '২৩]
ক ৩ জন খ ৪ জন
গ ৫ জন ঘ ৬ জন
উত্তর: ক

৯০. বৈষ্ণবীয় উৎসব কোনটি? [চ. বো. '২৩]
ক বর্ষবরণ খ হাতেখড়ি
গ দোলযাত্রা ঘ দীপাবলি
উত্তর: গ

৯১. 'মেড়া' পুড়ানো হয় কেন? [ব. বো. '২৩]
ক অন্ধকার দূর করার জন্য
খ মঙ্গল শক্তিকে আহ্বান করার জন্য
গ মনের অজ্ঞানতা দূর করার জন্য
ঘ ভগবানকে কাছে পাওয়ার জন্য
উত্তর: খ

৯২. হিন্দুদের ধর্মানুষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম পর্ব হলো– [দি. বো. '২৩]
ক বর্ষবরণ খ দোলযাত্রা
গ রথযাত্রা ঘ নামযজ্ঞ
উত্তর: গ

৯৩. ফাল্গুন মাসের বিশেষ দিনে যে অনুষ্ঠানটি হয় তার নাম কী? [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক রথযাত্রা খ রাসযাত্রা
গ প্রভাত কীর্তন যাত্রা ঘ দোলযাত্রা
উত্তর: ঘ

৯৪. রথযাত্রার কতদিন পরে উল্টোরথ পর্বটি সমাপ্ত হয়? [কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; শহীদ বীরউত্তম একাডেমি শাহে. স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]
ক ৬ দিন খ ৭ দিন
গ ৮ দিন ঘ ৯ দিন
উত্তর: ঘ

৯৫. সাম্যের শিক্ষা দেয় নিচের কোনটি? [পাবনা জেলা স্কুল]
ক ভ্রাতৃদ্বিতীয়া খ বর্ষবরণ
গ দোলযাত্রা ঘ রথযাত্রা
উত্তর: ঘ

৯৬. দোলপূর্ণিমার দিনে কাকে দোলায় রেখে আবীর রাঙিয়ে পূজা করা হয়?
ক রাধাকে খ শ্রীকৃষ্ণকে
গ রাধা-কৃষ্ণকে ঘ গোপীগণকে
উত্তর: গ

৯৭. বাংলার বাইরে দোল পূর্ণিমার পরিচয় কোনটি?
ক র‍্যালি উৎসব খ রঙ্গিলা উৎসব
গ বসন্ত উৎসব ঘ হোলি উৎসব
উত্তর: ঘ

৯৮. রথযাত্রা কার নামে পরিচিত?
ক শ্রীচৈতন্যদেব খ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব
গ শ্রী মহর্ষিদেব ঘ শ্রী রামকৃষ্ণ
উত্তর: খ

৯৯. রথ বলতে যা বোঝায়–
ক জলযান খ আকাশযান
গ স্থলযান ঘ একটিও না

১০০. রথযাত্রা উপলক্ষে কয়দিনব্যাপী বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়?
ক ৭ দিন খ ৯ দিন গ ১১ দিন ঘ ১৩ দিন

১০১. রথের সময় ভগবান কার কাছে নেমে আসেন?
ক পুরোহিত খ ভক্ত
গ সাধারণ মানুষ ঘ ধার্মিক

১০২. রথযাত্রা সাম্যের শিক্ষা দেয় কেন?
ক জাতিবর্ণের বিভেদ থাকে না বলে
খ নির্দিষ্ট সময়ে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় বলে
গ উৎসবে পরিণত হয় বলে
ঘ মেলা অনুষ্ঠিত হয় বলে

১০৩. ধর্মানুষ্ঠান বলতে বোঝায়— [কু. বো. '২৩]
i. পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করা
ii. ঈশ্বর, দেব-দেবীর প্রশংসামূলক অনুষ্ঠান
iii. পূজাসহ ধর্মশাস্ত্রের অবশ্য কর্তব্য অনুষ্ঠান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০৪. রথযাত্রার তাৎপর্য হলো— [সি. বো. '২৩]
i. অভেদ ধর্মজাতি
ii. সুন্দর-সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা
iii. মানবিক মূল্যবোধে জাগ্রত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii

১০৫. যে দেবতা রথে অধিষ্ঠিত থাকেন—
i. জগন্নাথ
ii. বলরাম
iii. সুভদ্রা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১০৬ ও ১০৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
অজন্তা ও সীমা দুই বান্ধবী। সীমা অজন্তাকে বলে, আমাদের কি প্রতি মাসেই উৎসব লেগে থাকে? উত্তরে অজন্তা বলে, তুমি জানো না হিন্দুদের 'বারো মাসে তেরো পার্বণ'। [সি. বো. '২৪]

১০৬. হিন্দুদের 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' কীসের ইঙ্গিত দেয়?
ক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের খ রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের
গ ধর্মচার-ধর্মানুষ্ঠানের ঘ সর্বজনীন উৎসবের

১০৭. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হলো–
i. রথযাত্রা
ii. ভ্রাতৃদ্বিতীয়া
iii. জামাইষষ্ঠী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১০৮ ও ১০৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সুদীপ্তা 'ইসকন' মন্দিরে এসে দেখতে পেল একটি চাকাওয়ালা গাড়ি সাজানো হয়েছে এবং বহুলোক একসাথে রশি ধরে টানছে।
অন্যদিকে, শিপ্রা তাঁর গ্রামে দেখতে গেল সকল মানুষ মিলেমিশে এক বিশেষ রঙের খেলায় মেতে উঠেছে। [ঢা. বো. '২৩]

১০৮. সুদীপ্তা 'ইসকন' মন্দিরে কোন অনুষ্ঠানটি দেখেছিল?
ক দোলযাত্রা খ রথযাত্রা
গ দীপাবলি ঘ বর্ষবরণ

১০৯. শিপ্রার দেখা অনুষ্ঠানটির তাৎপর্য—
i. শত্রু-মিত্র বিভেদ ভুলে যায়
ii. নারী-পুরুষ সবাই একাত্ম হয়
iii. জাতি বর্ণের বিভেদ থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১১০ ও ১১১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে শত শত ভক্ত চাকাযুক্ত একটি যান টেনে নিয়ে যাচ্ছেন এবং আনন্দ উৎসব করছেন। অন্যদিকে এ অনুষ্ঠান উপলক্ষে মন্দিরে কয়েক প্রহরব্যাপী নামকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়, যা মানুষের মধ্যে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করে। [চ. বো. '২৩]

১১০. ভক্তগণ কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন?
ক নবান্ন খ দোলযাত্রা গ বর্ষবরণ ঘ রথযাত্রা

১১১. মন্দিরে অনুষ্ঠিত ধর্মানুষ্ঠানের সামাজিক তাৎপর্য—
i. জাতিভেদ ও বর্ণবৈষম্য দূরীভূত হয়
ii. ভক্তগণ অন্তরে আনন্দ অনুভব করে
iii. মনের প্রসারতা বাড়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১১২ ও ১১৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
অধরা বিশেষ ঋতুতে কোনো একমাসে প্রতিবেশীদের সাথে রঙের গুড়া মেখে একটি অনুষ্ঠান পালন করে। অন্যদিকে মন্দিরের প্রাঙ্গণ থেকে ভক্তগণ উৎসবের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি গাড়ি টানছে। [দি. বো. '২৩]

১১২. উদ্দীপকের অধরা কোন অনুষ্ঠানটি পালন করে?
ক বর্ষবরণ খ দোলযাত্রা
গ ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া ঘ জামাই ষষ্ঠী

১১৩. মন্দিরের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটির সামাজিক গুরুত্ব—
i. ভগবানই ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে মর্ত্যে নেমে আসেন
ii. ভক্তের কাজের মাধ্যমে প্রতিবেশীদের বন্ধন শিথিল হয়
iii. জাতি, বর্ণ বিভেদ ভুলে এক সাথে কাজ করার অনুপ্রেরণা জাগে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১১৪ ও ১১৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
অশোক তাঁর বন্ধুদের ধর্মসভা মন্দিরে আসতে বলেছে। কারণ সে আজ বন্ধুদের সাথে দোলযাত্রা উৎসবে অংশগ্রহণ করবে। [সকল বোর্ড '১৮]

১১৪. অশোক দোল উৎসব কীভাবে উদ্‌যাপন করবে?
ক খেলাধুলা করে খ নাচগান করে
গ মিছিল করে ঘ আবীর মাখিয়ে

১১৫. উক্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়–
i. ভ্রাতৃত্ববোধ
ii. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি
iii. ব্যক্তিগত ধর্মানুভূতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১১৬ ও ১১৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
তমা তার সব বন্ধুদের ঢাকেশ্বরী মন্দিরে আসতে বলেছে। কারণ সে আজ তার বন্ধুদের সাথে দোলযাত্রা উৎসবে অংশগ্রহণ করবে।

১১৬. তমা দোলযাত্রা উৎসব বন্ধুদের সাথে কীভাবে উদ্‌যাপন করবে?
ক খেলাধুলা করে খ মিছিল করে
গ আবীর মাখিয়ে ঘ গান শুনে

১১৭. উক্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়–
i. ভ্রাতৃত্ববোধ
ii. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি
iii. ব্যক্তিগত ধর্মানুভূতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

ধর্মানুষ্ঠান ও পারিবারিক-সামাজিক জীবনে ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মাচারের গুরুত্ব ▸ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ৪৮

১১৮. নামযজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে সুদৃঢ় হয়– [ঢা. বো. '২৪]
ক সামাজিক বন্ধন খ শিষ্টাচার
গ ধর্মাচার ঘ ধর্মচর্চা

১১৯. নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে কী হয়? [ঢা. বো. '২৩; ম. বো. '২৪]
ক জ্ঞানের উদয় হয় খ কর্মনিষ্ঠা বৃদ্ধি পায়
গ পারিবারিক কলহ সৃষ্টি হয় ঘ প্রেম ভক্তির পথ প্রশস্ত হয়

১২০. নামযজ্ঞে কয় ঘণ্টায় এক প্রহর ধরা হয়? [ব. বো. '২৩]
ক (ক) দুই (খ) তিন (গ) চার (ঘ) পাঁচ

১২১. নিচের কোনটি ধর্মাচার নয়? [সকল বোর্ড '১৭]
(ক) বর্ষবরণ (খ) দোলযাত্রা
গ (গ) নামযজ্ঞ (ঘ) রথযাত্রা

১২২. নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কার পূজা করা হয়?
(ক) শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্র (খ) শ্রীচৈতন্য ও মহাপ্রভু
ক (গ) শ্রীবলরাম ও মহাপ্রভু (ঘ) শ্রীরামকৃষ্ণ ও মহাপ্রভু

১২৩. নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে ভক্তরা আসেন—
(ক) পার্শ্ববর্তী বাড়ি থেকে (খ) সারা গ্রাম থেকে
ঘ (গ) পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে (ঘ) দূর-দূরান্ত থেকে

১২৪. কোনটি মানুষকে নম্র, ভদ্র ও বিনয়ী করে তোলে?
(ক) শিক্ষা (খ) প্রশিক্ষণ
গ (গ) ধর্মাচার (ঘ) বন্ধুত্ব

১২৫. যার মাধ্যমে সমাজ ও পারিবারিক জীবনের বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়—
(ক) শিক্ষা (খ) বিনয়
ঘ (গ) বন্ধুত্ব (ঘ) ধর্মাচার

১২৬. নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে— [ঘ. বো. '২৩]
i. অনেক মানুষের সমাগম ঘটে
ii. নানা রঙের প্রদীপ জ্বালানো হয়
iii. সমাজে পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১২৭. জবা নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে যোগদান করল, এতে তার— [সকল বোর্ড '১৭]
i. পুণ্যলাভ হবে
ii. জীবন প্রতিষ্ঠিত হবে
iii. মন উদার হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
খ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১২৮. নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে—[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ]
i. মানুষের মিলনমেলা ঘটে
ii. সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়
iii. ভেদাভেদ ভুলে একাত্ম হয়ে যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১২৯. নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে যেভাবে কৃষ্ণনাম বা কীর্তন করা হয়—
i. বিভিন্ন সুরে
ii. বিভিন্ন ছন্দে
iii. বিভিন্ন তালে
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

বাংলাদেশের তীর্থস্থান ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৪৮

১৩০. "যুগটিলা" তীর্থ স্থানটি কোথায় অবস্থিত? [চ. বো. '২৪]
(ক) শ্রীপুর (খ) শ্রীহট্ট
খ (গ) পাবনা (ঘ) চট্টগ্রাম

১৩১. শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভুর জন্মস্থান কোথায়? [চ. বো. '২৪]
(ক) নারায়ণগঞ্জের লাঙলবন্দ (খ) গোপালগঞ্জের ওড়াকান্দি
গ (গ) সুনামগঞ্জের পনাতীর্থ (ঘ) চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড

১৩২. 'ওড়াকান্দি' তীর্থ স্থানটি বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত? [চ. বো. '২৪; দি. বো. '২৩]
(ক) নোয়াখালী জেলায় (খ) সুনামগঞ্জ জেলায়
গ (গ) গোপালগঞ্জ জেলায় (ঘ) নারায়ণগঞ্জ জেলায়

১৩৩. পুরানো রেণুকা নদী বর্তমানে কী নামে পরিচিত? [চ. বো. '২৪, '২৩]
(ক) লাভা নদী (খ) যাদুকাটা নদী
খ (গ) গঙ্গা নদী (ঘ) যমুনা নদী

১৩৪. অদ্বৈত প্রভু কীসের দ্বারা সবতীর্থের পুণ্যজল এক করেছিলেন? [দি. বো. '২৪]
(ক) সন্ন্যাসী বলে (খ) যোগসাধনা বলে
ক (গ) কর্ম সাধনা বলে (ঘ) জ্ঞান সাধনা বলে

১৩৫. 'রামঠাকুরের সমাধিস্থল' তীর্থস্থানটি বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত? [দি. বো. '২৪]
(ক) চট্টগ্রাম জেলায় (খ) পাবনা জেলায়
গ (গ) মহেশখালী জেলায় (ঘ) নোয়াখালী জেলায়

১৩৬. শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভুর জন্মস্থান কোথায়? [চ. বো. '২৩]
(ক) গোপালগঞ্জের ওড়াকান্দি (খ) সুনামগঞ্জের তাহিরপুর
ক (গ) নারায়ণগঞ্জের লাঙলবন্দ (ঘ) চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড

১৩৭. পণা তীর্থ কোথায় অবস্থিত? [ব. বো. '২৩]
(ক) সীতাকুণ্ড (খ) লাঙলবন্দ
গ (গ) হিমাইতপুর (ঘ) তাহিরপুর

১৩৮. সুনামগঞ্জ জেলার পনাতীর্থ স্থানটি কোথায় অবস্থিত? [ঘ. বো. '২৩]
(ক) ওড়াকান্দি গ্রামে (খ) নারায়ণগঞ্জে
গ (গ) হিমাইতপুর গ্রামে (ঘ) তাহিরপুর গ্রামে

১৩৯. কার গঙ্গাস্নানের ইচ্ছা হয়েছিল? [সকল বোর্ড '১৬]
(ক) মায়াদেবীর (খ) লক্ষ্মীদেবীর
গ (গ) রূপাদেবীর (ঘ) লাভাদেবীর

১৪০. লাঙলবন্দ কোথায় অবস্থিত? [পাবনা জেলা স্কুল]
(ক) যশোর (খ) নারায়ণগঞ্জ
খ (গ) চট্টগ্রাম (ঘ) মহেশখালী

১৪১. আদিনাথের মন্দির কোথায় অবস্থিত? [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]
(ক) দিনাজপুর (খ) ভোলায়
ঘ (গ) কক্সবাজার (ঘ) মহেশখালীতে

১৪২. পুণ্যস্থান বলতে কী বোঝায়?
(ক) স্বয়ং ভগবান কিংবা তাঁর অবতারের আবির্ভাব স্থান
(খ) দেব-দেবীদের ভ্রমণ স্থান
(গ) পুরোহিতদের বাসস্থান
ক (ঘ) মন্দির

১৪৩. পুণ্যস্থানকে কী বলা হয়?
(ক) মুক্তস্থান (খ) তীর্থস্থান
খ (গ) পাপ হরিস্থান (ঘ) শুদ্ধ স্থান

১৪৪. ঐতিহাসিক তীর্থস্থান ভ্রমণে কী বৃদ্ধি পায়?
(ক) আয়ু (খ) সম্পদ
ঘ (গ) পারস্পরিক সুসম্পর্ক (ঘ) জ্ঞানের পরিধি

১৪৫. পণাতীর্থ স্থানটি কোথায় অবস্থিত?
(ক) সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর গ্রামে
(খ) কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী গ্রামে
(গ) নারায়ণগঞ্জ জেলার বারদী গ্রামে
ক (ঘ) ময়মনসিংহ জেলার কালিকাপুর গ্রামে

১৪৬. মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভুর জন্মস্থান কোথায়?
(ক) শ্রীহট্ট তীর্থে (খ) হিমাইতপুর তীর্থে
গ (গ) পণাতীর্থে (ঘ) লাঙলবন্দ তীর্থে

১৪৭. লাভাদেবীর যা ইচ্ছে হলো—
(ক) তীর্থযাত্রা (খ) গঙ্গাস্নান
খ (গ) মন্দির স্থাপন (ঘ) বিদেশ যাত্রা

১৪৮. পণাতীর্থে প্রতিবছর কিসে বহুলোকের সমাগম হয়?
(ক) পুণ্যস্নানে (খ) অষ্টমী স্নানে
ঘ (গ) বিদ্যাস্নানে (ঘ) বারুণী স্নানে

১৪৯. বাংলাদেশের তীর্থ স্থানগুলো রয়েছে— [কু. বো. '২৪]
i. চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে
ii. পাবনার হিমাইতপুরে
iii. শ্রীহট্টের যুগল টিলায়
নিচের কোনটি সঠিক?
গ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৫০. পবিত্র স্থান ভ্রমণের মাধ্যমে— [দি. বো. '২৪]
i. পারিবারিক জীবনের বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়
ii. মনে শান্তি আসে
iii. দুঃখ-দুর্দশা দূর হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
গ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৫১. তীর্থ দর্শনের গুরুত্ব হলো— [রা. বো. '২৩]
i. ভেদাভেদ ভুলে যায়
ii. মন পবিত্র হয়
iii. সংকীর্ণতা দূর হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৫২. পুণ্যভূমি দর্শনের মাধ্যমে— [দি. বো. '২৩]
i. জ্ঞানের সীমা বৃদ্ধি পায়
ii. পরকালে শান্তি পাওয়া যায়
iii. সামাজিক সম্পর্ক দৃঢ় হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৫৩. তীর্থ দর্শনে—
i. মন পবিত্র হয়
ii. দুঃখ দূর হয়
iii. শান্তি নির্বাসিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৫৪. ঐতিহাসিক তীর্থস্থান ভ্রমণে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি হওয়া ছাড়াও—
i. মনের প্রসারতা বাড়ে
ii. সংকীর্ণতা দূর হয়
iii. উদারতা বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১৫৫ ও ১৫৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
শিক্ষক নবীন বাবু শিক্ষার্থীদের সুনামগঞ্জের একটি তীর্থস্থান সম্পর্কে ধারণা দেন। যেখানে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে একটি নির্দিষ্ট তিথিতে উপস্থিত হন। [রা. বো. '২৪]

১৫৫. নবীন বাবু কোন তীর্থস্থানের ধারণা দিয়েছিলেন?
গ (ক) লাঙ্গলবন্দ (খ) সীতাকুণ্ড (গ) পণাতীর্থ (ঘ) যুগলটিলা

১৫৬. উক্ত স্থান ভ্রমণের ফলে—
i. জ্ঞান লাভ হয়
ii. পুণ্যলাভ হয়
iii. পরকালে সদগতি লাভ হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৫৭ ও ১৫৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
দীপু রায়ের বয়স হয়েছে। ছেলে-মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। সংসারে তার মন আর টিকছে না তাই বাকি জীবনটা তীর্থস্থানে কাটাবার জন্য এসেছেন।

১৫৭. দীপু রায়ের উক্ত স্থানে যাওয়া ধর্মীয় বিধানের কোন পর্যায়ে পড়ে?
(ক) ধর্মপালন (খ) ভ্রমণ
ক (গ) বিনোদন (ঘ) ধর্মীয় কাহিনী শোনা

১৫৮. উক্ত স্থান ভ্রমণে মন—
i. পবিত্র হয়
ii. শান্ত হয়
iii. দুঃখ দূর হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য বিষয়বস্তু ও টপিকের ধারায় A+ গ্রেড সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নের মান ২

০১ ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠান
▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৪৪

প্রশ্ন ১। ধর্মাচার বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : ধর্মাচার বলতে সেসব আচার-আচরণকে বোঝায় যা আমাদের জীবনকে সুন্দর ও মঙ্গলময় করে গড়ে তোলে। এসব ধর্মাচার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের ধর্মনীতির সাথে সম্পর্কিত থাকে। এগুলোকে লোকাচারও বলা হয়। ধর্মাচারের মধ্যে মাঙ্গলিক কর্মের নির্দেশ অন্তর্নিহিত থাকে। ধর্মাচার করতে গেলে ধর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় এবং ধর্মানুষ্ঠানে ধর্মাচার করতে হয়। আমাদের জীবনে ধর্মাচারের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

প্রশ্ন ২। ধর্মানুষ্ঠান বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : ঈশ্বর, দেব-দেবীর প্রশংসা করে যেসব অনুষ্ঠান করা হয় তাকে ধর্মানুষ্ঠান বলে। পূজা এক প্রকার ধর্মানুষ্ঠান। ধর্মশাস্ত্রে পূজা এবং অবশ্য কর্তব্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ধর্মানুষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে দোলযাত্রা, রথযাত্রা, নামযজ্ঞসহ সকল প্রকার পূজা। এ ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো আমাদের সংস্কৃতির পরিচায়ক।

প্রশ্ন ৩। ধর্মাচার, ধর্মানুষ্ঠান ও পূজা-আচারের মধ্যে কীরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : ধর্মানুষ্ঠান, ধর্মাচার ও পূজা পার্বণ পরস্পর সম্পর্কিত। ধর্মাচার ধর্মীয় বিধিবিধান দ্বারা অনুমোদিত। আবার ধর্মানুষ্ঠানে ধর্মাচার পালন করা হয়। পূজা এক প্রকার ধর্মানুষ্ঠান। কিন্তু আবার পূজার সঙ্গেও মিশে আছে নানা রকম ধর্মাচার। তাই বলা যায়, ধর্মাচার-ধর্মানুষ্ঠান এবং পূজা-আচার একে অপরের সাথে সম্পর্কিত।

০২ কতিপয় ধর্মাচার
▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৪৪

প্রশ্ন ৪। সংক্রান্তি কী? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : বাংলা মাসের শেষ দিনকে বলা হয় সংক্রান্তি। এ দিনে ঋতুভেদে ভিন্ন ভিন্ন মাসের সংক্রান্তি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন উৎসব পালন করা হয়। তবে বাঙালি সমাজে পৌষসংক্রান্তি ও চৈত্রসংক্রান্তির উৎসবই উল্লেখযোগ্য। সংক্রান্তি শব্দটি কোথাও কোথাও 'সাকরাইন' নামে পরিচিত।

প্রশ্ন ৫। চৈত্রসংক্রান্তির প্রধান উৎসব সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : চৈত্রসংক্রান্তির প্রধান উৎসব হলো শিবপূজা। এর অপর নাম নীল পূজা। এদিন শিবের পূজা করা হয়। অনেক স্থানে একে বুড়োশিবও বলে। শিব পূজার একটি অঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন স্থানে চড়ক পূজা হয়ে থাকে। শাস্ত্র ও লোকাচার অনুসারে বিভিন্ন স্থানে স্নান, দান, ব্রত, উপবাস প্রভৃতি মঙ্গলজনক উৎসব করা হয়।

প্রশ্ন ৬। গৃহপ্রবেশের সময় কার পূজা করা হয়?

উত্তর : নতুন গৃহ তৈরি করার পর সেখানে প্রবেশের জন্য যে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করা হয়, তাকে বলা হয় গৃহপ্রবেশ। এটি মূলত ধর্মাচারের মধ্যে পড়ে। নতুন গৃহে প্রবেশ করার সময় নারায়ণ দেবতার পাশাপাশি বাস্তু বা ভূমিদেবতা এবং গৃহপতির অভীষ্ট দেবতা বা ঠাকুরের পূজা করা হয়।

প্রশ্ন ৭। জামাইষষ্ঠীতে কার পূজা করা হয়? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে জামাইষষ্ঠী অনুষ্ঠিত হয়। এদিনে দেবী ষষ্ঠীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সন্তান কামনায় ও সন্তানের মঙ্গল প্রার্থনা করে ষষ্ঠীদেবীর পূজা হয়। তাছাড়াও এদিনে জামাইকে শ্বশুরবাড়িতে নিমন্ত্রণ, খাওয়া-দাওয়া ও সাধ্যমতো নতুন বস্ত্র দেওয়া হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ৮। রাখীবন্ধন বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : 'রাখী' কথাটি রক্ষা শব্দ থেকে উৎপন্ন। এদিন বোনেরা ভাইদের হাতে রাখী নামে একটি পবিত্র সুতো বেঁধে দেয়, যা ভাই-বোনের মধ্যকার আজীবন ভালোবাসার প্রতীক বহন করে। নিজের ভাই ছাড়াও অনাত্মীয় ভাইদের হাতেও রাখী পরানো হয়। যার মাধ্যমে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে।

প্রশ্ন ৯। রাখী বন্ধন কিসের প্রতীক বহন করে?

উত্তর : রাখী শব্দটি রক্ষা থেকে উৎপন্ন। হিন্দুধর্মাচারের মধ্যে রাখী বন্ধন অন্যতম। এদিন বোনেরা তাদের ভাইদের হাতে রাখী নামে পবিত্র সুতো বেঁধে দেয়। ভাই-বোনের মধ্যকার আজীবন ভালোবাসার প্রতীক বহন করে এ রাখী বন্ধন।

প্রশ্ন ১০। ভাই-বোনের মধ্যকার আজীবন ভালোবাসার প্রতীক কোনটি? বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : ভাই-বোনের মধ্যকার আজীবন ভালোবাসার প্রতীক বহন করে রাখীবন্ধন। হিন্দু ধর্মাচারের মধ্যে রাখীবন্ধন অন্যতম। এদিন বোনেরা তাদের ভাইদের হাতে রাখী নামের একটি পবিত্র সুতো বেঁধে দেয়। যাকে রাখী বলা হয়। 'রাখী' কথাটি রক্ষা শব্দ থেকে উৎপন্ন। রাখীবন্ধনের মাধ্যমে ভাই-বোনের মধ্যে মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

প্রশ্ন ১১। ভাতৃদ্বিতীয়া কী? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : ভাইকে যাতে কোনো বিপদ-আপদ স্পর্শ করতে না পারে, সেজন্য বোনেরা উপবাস থেকে ভাইয়ের মঙ্গল কামনা করে ভাইয়ের কপালে যে ফোঁটা দিয়ে থাকে তা-ই ভাইফোঁটা বা ভাতৃদ্বিতীয়া। কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে এ উৎসব পালন করা হয়। যমুনাদেবী প্রথম ভাইয়ের মঙ্গল কামনায় এ পূজা করে থাকেন।

প্রশ্ন ১২। সংক্ষেপে ভাতৃদ্বিতীয়া ও রাখীবন্ধনের মধ্যে সাদৃশ্য তুলে ধর।

উত্তর : ভাতৃদ্বিতীয়া ও রাখীবন্ধন দুটি আলাদা অনুষ্ঠান হলেও এ দুটির মধ্যে মূল সাদৃশ্য হচ্ছে ভাইয়ের সতত মঙ্গল কামনা। রাখীবন্ধনে ভাইকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষার জন্য হাতে পবিত্র সুতো বেঁধে দেওয়া হয় এবং ভাতৃদ্বিতীয়াতে উপবাস রেখে ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেওয়া হয়। এ দুইয়ের মাধ্যমেই ভাই-বোনের মধ্যে মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

প্রশ্ন ১৩। ভাতৃদ্বিতীয়াকে ভাইফোঁটা বলা হয় কেন? বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে যমুনা দেবী ভাই যমের মঙ্গল কামনায় পূজা করেন ও যমদেব অমরত্ব লাভ করেন। একারণে সকল বোনেরা ভাইদের কল্যাণ কামনায় এদিন উপবাস থেকে ভাইয়ের কপালে চন্দনের (ঘি অথবা কাজল, দধি) ফোঁটা দিয়ে দীর্ঘায়ু কামনা করে। এজন্য এ অনুষ্ঠানকে ভাই-ফোঁটাও বলা হয়।

প্রশ্ন ১৪। বর্ষবরণ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : বাংলা সনের প্রথম দিন নতুন বছরকে বরণ করার যে উৎসব তাকে বর্ষবরণ বলা হয়। ধর্মীয় অনুভূতির পাশাপাশি এটি পেয়েছে সর্বজনীনতা। এদিন বিভিন্ন পূজা, মিষ্টি খাওয়া, ভাববিনিময়, হালখাতাসহ নানা প্রকার অনুষ্ঠান করা হয়। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষ ধর্মীয় ও সামাজিক হিসেবে 'বৈসাবী' উৎসব পালন করে।

প্রশ্ন ১৫। দীপাবলি বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : শ্যামা বা কালী পূজার দিন রাত্রে প্রদীপ জ্বালিয়ে অন্ধকার দূর করার যে উৎসব তাকে 'দীপাবলি' উৎসব বলা হয়। সকল কু-সংস্কার প্রদীপের আগুনে পুড়িয়ে জ্ঞানের আলোকে সারাবিশ্ব আলোকিত হোক— এ ব্রত নিয়েই দীপাবলি উৎসব পালন করা হয়। এটি দেওয়ালি, দীপান্বিতা, দীপালিকা নামেও পরিচিত।

প্রশ্ন ১৬। দীপাবলি উৎসব পালন করা হয় কেন? বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : শ্যামা বা কালীপূজার দিন রাত্রে দীপাবলি উৎসব পালিত হয়। মূলত সচেতনতার আলো জ্বালিয়ে অজ্ঞানতার মোহান্ধকার দূর করার প্রতীক হিসেবে দীপাবলি উৎসব পালন করা হয়। প্রার্থনা থাকে সকল কু-সংস্কার প্রদীপের আগুনে পুড়িয়ে জ্ঞানের আলোকে সারাবিশ্ব আলোকিত হোক।

প্রশ্ন ১৭। মনের অন্ধকার দূর করার প্রতীক কোন উৎসব?

উত্তর : সচেতনতার আলো জ্বালিয়ে মনের অজ্ঞানতার মোহান্ধকার দূর করার প্রতীক হলো দীপাবলি অনুষ্ঠান। শ্যামা বা কালীপূজার দিন রাত্রে প্রদীপ জ্বালিয়ে অন্ধকার দূর করা হয়। সকল কু-সংস্কারকে প্রদীপের আগুনে পুড়িয়ে জ্ঞানের আলোর কামনা করা হয়। এটি দেওয়ালি, দীপান্বিতা, দীপালিকা নামেও পরিচিত।

প্রশ্ন ১৮। হাতেখড়ি কখন দেওয়া হয়?

উত্তর : সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠানের শেষে শিশুদের শিক্ষা জীবনে প্রবেশের সময় 'হাতেখড়ি' অনুষ্ঠানটি করা হয়। পুরোহিত কিংবা পছন্দনীয় গুরুজনের কাছে কলাপাতায় দাগ দিয়ে লিখে অথবা পাথরে খড়িমাটি দিয়ে লিখে শিশুরা লেখাপড়ার জগতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশ করে।

প্রশ্ন ১৯। শিশুরা কীভাবে লেখাপড়ার জগতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশ করে? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : 'হাতেখড়ি' অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিশুরা আনুষ্ঠানিকভাবে লেখাপড়ার জগতে প্রবেশ করে। সরস্বতী পূজার দিনে এ অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। পুরোহিত কিংবা পছন্দনীয় গুরুজনের কাছে কলাপাতায় খাগ দিয়ে লিখে অথবা পাথরে খড়িমাটি দিয়ে লিখে শিশুরা লেখাপড়ার জগতে প্রবেশ করে। একেই 'হাতেখড়ি' বলা হয়।

প্রশ্ন ২০। নবান্ন উৎসব বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : নবান্ন বারমাসে তের পার্বনের একটি পার্বন। নবান্ন শব্দের অর্থ নতুন ভাত। হেমন্তকালে নবান্ন উৎসব পালন করা হয়। অগ্রহায়ণ মাসে নতুন ধানের চাল দিয়ে তৈরি ভাত, নানা রকম পিঠা প্রভৃতি দিয়ে মাঙ্গলিক উৎসব করা হয়। তার নাম নবান্ন উৎসব। নবান্ন বাংলার একটি ঐতিহ্যবাহী সর্বজনীন উৎসব।

ধর্মানুষ্ঠান ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৪৭

প্রশ্ন ২১। দোলযাত্রা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : দোলযাত্রা একটি ধর্মানুষ্ঠান। ফাল্গুনি পূর্ণিমার দিন রাধা-কৃষ্ণকে দোলায় রেখে আবীর, কুমকুমে রাঙিয়ে পূজা করা হয়। তাদের পূজা দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে রং বা আবীর মাখিয়ে সকালে আনন্দ করে। এটি মূলত বৈষ্ণবীয় উৎসব। এ ফাল্গুনী পূর্ণিমা বা দোল পূর্ণিমার দিন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ আবীর নিয়ে রাধিকা ও অন্যান্য গোপীগণের সাথে রং খেলায় মেতেছিলেন। সে ঘটনা থেকেই এ দোলযাত্রার প্রবর্তন ঘটে।

প্রশ্ন ২২। বুড়ির ঘর বা মেড়া পোড়ানো হয় কেন? বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : মেড়া পোড়ানো একটি প্রতীকী অনুষ্ঠান। দোল পূর্ণিমার আগের দিন অর্থাৎ ফাল্গুনী শুক্লা চতুর্দশীর দিন 'বুড়ির ঘর' বা 'মেড়া' পোড়ানোর হয় সকল অমঙ্গল, অন্ধকার ও অশুভকে দূর করা বা ধ্বংস করার জন্য। এ সময় বলা হয়– 'আজ আমাদের মেড়া পোড়া, কাল আমাদের দোল, পূর্ণিমাতে বলো সবাই, বলো হরিবল।'

প্রশ্ন ২৩। দোলযাত্রা একটি সর্বজনীন উৎসব– বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : দোলপূর্ণিমা উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে গান, মেলা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। এদিন সকাল থেকেই শত্রু-মিত্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই বিভিন্ন প্রকার রং নিয়ে খেলায় মেতে ওঠে। সকল বিভেদ, হিংসা-দ্বেষ ভুলে গিয়ে সবাই মিলে একাত্ম হয়ে যায়। এটাই দোলযাত্রার সর্বজনীনতা।

প্রশ্ন ২৪। রথযাত্রার তাৎপর্য সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : রথযাত্রা বর্তমানে একটি সর্বজনীন উৎসব। রথের সময় ভগবানই ভক্তের কাছে নেমে আসেন। সবাই একত্রে রথের রশি ধরে। এসময় জাতি-বর্ণের বিভেদ থাকে না। সবাই মিলে একাত্ম হয়। তাই রথযাত্রা দেয় সাম্যের শিক্ষা। তাছাড়াও রথযাত্রার মেলার অর্থনৈতিক গুরুত্বও রয়েছে।

ধর্মানুষ্ঠান ও পারিবারিক-সামাজিক জীবনে ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মাচারের গুরুত্ব ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৪৮

প্রশ্ন ২৫। নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে কার পূজা করা হয়? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করা হয়। বিভিন্ন সুরে, ছন্দে, তালে কৃষ্ণনাম এবং রামনাম কীর্তন করা হয়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করে শ্রীহরির নাম নিলে বা শুনলে পুণ্য লাভ হয়। স্থান, সময় ও পরিধিভেদে অনুষ্ঠানটি কয়েক প্রহর ব্যাপী হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ২৬। নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানের গুরুত্ব সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের নাম কীর্তন করা হয়। শ্রীহরির নাম নিলে বা শুনলে পুণ্য লাভ হয়। দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। তাছাড়া এ অনুষ্ঠানে মানুষের মিলনমেলা হয়। ভেদাভেদ ভুলে সবাই একাত্ম হয়ে যায়। সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

প্রশ্ন ২৭। সংক্ষেপে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠানের গুরুত্ব লেখ।

উত্তর : ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবনে ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম। ধর্মাচার বা ধর্মনীতি মানুষকে শুদ্ধ, নম্র ও বিনয়ী করে। মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলে। আবার ধর্মানুষ্ঠান ছাড়া ধর্মাচার তেমন ফলপ্রসূ হয় না। ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

বাংলাদেশের তীর্থস্থান ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৪৮

প্রশ্ন ২৮। বাংলাদেশের কয়েকটি তীর্থস্থানের নাম লেখ।

উত্তর : বাংলাদেশে অনেক তীর্থস্থান রয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো– চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড, মহেশখালীর আদিনাথ মন্দির, গোপালগঞ্জের ওড়াকান্দি, নারায়ণগঞ্জের লাঙ্গলবন্দ, পাবনার হিমাইতপুর, সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুরের পণাতীর্থ, শ্রীহট্টের যুগলটিলা প্রভৃতি।

প্রশ্ন ২৯। তীর্থ দর্শনে কী লাভ হয়? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : তীর্থস্থান হলো পুণ্যস্থান। তীর্থ দর্শনে পুণ্য লাভ হয়। মন পবিত্র হয়, অশান্ত মন শান্ত হয়। দুঃখ দূর হয়। পরকালে সদ্গতি প্রাপ্ত হয়। এছাড়াও তীর্থস্থান ভ্রমণে সংকীর্ণতা দূর হয়, মনের প্রসারতা বাড়ে ও জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়। তাই সকলের তীর্থস্থান ভ্রমণ করা উচিত।

প্রশ্ন ৩০। পুণ্যস্থান বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : স্বয়ং ভগবান কিংবা তাঁর অবতারের আবির্ভাব স্থানকে বলা হয় পুণ্যস্থান। আবার কোনো দেবালয়ের স্থানও হচ্ছে পুণ্যস্থান। আর এই পুণ্যস্থানগুলোকে তীর্থস্থানও বলা হয়। এগুলো ঐতিহাসিক স্থান বলেও আখ্যায়িত। তীর্থস্থান ভ্রমণ করা পুণ্যকর্ম।

প্রশ্ন ৩১। পণাতীর্থের সৃষ্টি হয় কীভাবে?

উত্তর : সাধক পুরুষ অদ্বৈত প্রভুর মা লাভাদেবীর গঙ্গা স্নানের খুব ইচ্ছে হয়। কিন্তু শারীরিক অসামর্থ্যের কারণে যেতে না পারলে অদ্বৈত প্রভু যোগসাধনাবলে সকল তীর্থের পুণ্যজল পুরনো রেণুকা নদীর মধ্যে নিয়ে আসেন। বর্তমানে যা যাদুকাটা নদী। এ স্থানই পণাতীর্থ নামে পরিচিত। এটি সুনামগঞ্জে অবস্থিত।

জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য টপিকের ধারায় A+ গ্রেড জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ্যবইয়ের টপিকের ধারায় উপস্থাপিত

ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠান ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৪৪

প্রশ্ন ১। ধর্মাচার কী? [ঢা. বো. '২৩, '২০; য. বো. '২৩; কু. বো. '২৪, '২০; চ. বো. '২০; সি. বো. '২৪; দি. বো. '২০; ব. বো. '২৩; ম. বো. '২০]

উত্তর : যে সমস্ত আচার-আচরণ আমাদের জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণময় করে তোলে তাকে ধর্মাচার বলে।

প্রশ্ন ২। ধর্মানুষ্ঠান কাকে বলে? [দি. বো. '২৪]

উত্তর : ঈশ্বর, দেব-দেবীর স্তব-স্তুতি, প্রশংসা করে যেসব ধর্মানুষ্ঠান করা হয়, তা-ই ধর্মানুষ্ঠান।

কতিপয় ধর্মাচার ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৪৪

প্রশ্ন ৩। চৈত্রসংক্রান্তির প্রধান উৎসব কী? [ঢা. বো. '২৪]

উত্তর : চৈত্রসংক্রান্তির প্রধান উৎসব হলো শিব পূজা।

প্রশ্ন ৪। সংক্রান্তি কাকে বলে? [ঢা. বো. '২৩, '১৯; রা. বো. '১৯; য. বো. '২৩, '১৯; কু. বো. '২৩, '১৯; চ. বো. '২৪, '১৯; সি. বো. '১৯; ব. বো. '২৩, '১৯; দি. বো. '১৯; ম. বো. '২৪]

উত্তর : বাংলা মাসের শেষ দিনকে সংক্রান্তি বলা হয়।

প্রশ্ন ৫। দীপাবলি কাকে বলে? [ব. বো. '২৪]

উত্তর : শ্যামা পূজা বা কালীপূজার দিন রাতে প্রদীপ জ্বালিয়ে যে উৎসব পালন করা হয়, তাকে দীপাবলি বলে।

প্রশ্ন ৬। নবান্ন কাকে বলে? [রা. বো. '২৩]

উত্তর : হেমন্তকালের অগ্রহায়ণ মাসে নতুন ধানের চাল দিয়ে তৈরি ভাত, নানা রকম পিঠা প্রভৃতি দিয়ে যে মাঙ্গলিক উৎসব করা হয় তার-ই নাম নবান্ন।

প্রশ্ন ৭। বাংলা মাসের শেষ দিনকে কী বলা হয়? [চ. বো. '২৩]

উত্তর : বাংলা মাসের শেষ দিনকে সংক্রান্তি বলা হয়।

প্রশ্ন ৮। 'নবান্ন' শব্দের অর্থ কী? [চ. বো. '২৩]

উত্তর : 'নবান্ন' শব্দের অর্থ হচ্ছে নতুন ভাত।

প্রশ্ন ৯। কখন 'দীপাবলি' উৎসব পালিত হয়? [ম. বো. '২৩]

উত্তর : শ্যামা বা কালীপূজার দিন রাতে পালিত হয় 'দীপাবলি' উৎসব।

প্রশ্ন ১০। 'জামাইষষ্ঠী' কখন পালন করা হয়? [রা. বো. '২০; য. বো. '২০; সি. বো. '২০; ব. বো. '২০]

উত্তর : জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে জামাইষষ্ঠী পালন করা হয়।

প্রশ্ন ১১। বাংলাদেশের কৃষকেরা হেমন্তকালে কোন উৎসবে মেতে ওঠে? [সকল বোর্ড '১৮]

উত্তর : বাংলাদেশের কৃষকরা হেমন্তকালে নবান্ন উৎসবে মেতে উঠে।

প্রশ্ন ১২। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কখন পালিত হয়? [সকল বোর্ড '১৬]

উত্তর : ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে পালন করা হয়।

প্রশ্ন ১৩। কখন বর্ষবরণ করা হয়? [খুলনা জিলা স্কুল]

উত্তর : বাংলা সনের প্রথম দিন নতুন বছরকে বরণ করার জন্য বর্ষবরণ করা হয়।

প্রশ্ন ১৪। 'সাকরাইন' কী?

উত্তর : সংক্রান্তি শব্দটি কোথাও কোথাও 'সাকরাইন' নামে পরিচিত।

প্রশ্ন ১৫। 'মকর সংক্রান্তি' কী?

উত্তর : পৌষপার্বণ বা পৌষ সংক্রান্তিকে' মকর সংক্রান্তি' বলা হয়।

প্রশ্ন ১৬। মকর সংক্রান্তিতে হিন্দুরা কী করেন?

উত্তর : মকর সংক্রান্তিতে হিন্দুরা পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করে থাকে।

প্রশ্ন ১৭। শিব পূজার অপর নাম কী?

উত্তর : শিব পূজার অপর নাম নীল পূজা।

প্রশ্ন ১৮। 'বুড়োশিব' কাকে বলে?

উত্তর : অনেক স্থানে শিবকে বুড়োশিব বলে।

প্রশ্ন ১৯। 'চড়ক পূজা' কী?

উত্তর : শিব পূজার একটি অঙ্গ চরক পূজা।

প্রশ্ন ২০। নবনির্মিত গৃহে প্রবেশ করার সময় কী পূজা করা হয়?

উত্তর : নবনির্মিত গৃহে প্রবেশ করার সময় নারায়ণ দেবতার পাশাপাশি ভূমিদেবতা এবং গৃহঠাকুরের পূজা করা হয়।

প্রশ্ন ২১। জামাইষষ্ঠী কী?

উত্তর : বাঙালি হিন্দু ধর্মাচারের একটি বিশেষ উৎসব হলো জামাইষষ্ঠী। এদিনকে জামাই-শাশুড়ির দিন বলা হয়।

প্রশ্ন ২২। 'রাখী' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : 'রাখী' শব্দের অর্থ রক্ষা।
প্রশ্ন ২৩। 'রাখীবন্ধন' কী?
উত্তর : ভাই-বোনের মধ্যকার আজীবন ভালোবাসার প্রতীক বহন করে রাখীবন্ধন।
প্রশ্ন ২৪। রাখীপূর্ণিমা কী?
উত্তর : শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে রাখীবন্ধন পর্বটি পালন করা হয় বলে দিনটি রাখীপূর্ণিমা নামে পরিচিত।
প্রশ্ন ২৫। 'বৈসাবি' কী?
উত্তর : বর্ষবরণ ও চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে পাহাড়ী অঞ্চলের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মীয় সামাজিক উৎসব বৈসাবি' পালন করা হয়।

ধর্মানুষ্ঠান ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৪৭

প্রশ্ন ২৬। বাংলার বাইরে 'দোলযাত্রা' কী নামে পরিচিত? [রা. বো. '২৪]
উত্তর : বাংলার বাইরে দোলযাত্রা 'হোলি উৎসব' নামে পরিচিত।
প্রশ্ন ২৭। কোন তিথিতে রথযাত্রা শুরু হয়? [সি. বো. '২৩]
উত্তর : রথযাত্রা বাংলা আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে শুরু হয়।
প্রশ্ন ২৮। রথ কী? [সি. বো. '২৩]
উত্তর : রথ হলো চাকাওয়ালা একটি যান।
প্রশ্ন ২৯। বাংলাদেশের বিখ্যাত রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় কোন জেলায়? [দি. বো. '২৩; ম. বো. '২৩]
উত্তর : বাংলাদেশের বিখ্যাত রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা জেলার ধামরাইয়ে।
প্রশ্ন ৩০। রথযাত্রা বাংলা কোন মাসে শুরু হয়? [সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা]
উত্তর : রথযাত্রা বাংলা আষাঢ় মাসে শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে শুরু হয়।
প্রশ্ন ৩১। দোলযাত্রা কী?
উত্তর : ফাল্গুনী পূর্ণিমা বা দোলপূর্ণিমার দিন রাধা-কৃষ্ণকে দোলায় রেখে আবির মাখিয়ে যে পূজা করা হয়, তাই দোলযাত্রা।
প্রশ্ন ৩২। হোলি উৎসব কী?
উত্তর : বাংলার বাইরে দোলযাত্রা হোলি উৎসব নামে পরিচিত।
প্রশ্ন ৩৩। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা কী?
উত্তর : আষাঢ় মাসের শুক্লা-দ্বিতীয়া তিথিতে যে রথযাত্রা শুরু হয়, তা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা নামে পরিচিত।
প্রশ্ন ৩৪। উল্টোরথ কী?
উত্তর : রথযাত্রার নয়দিন পর রথকে পূর্বের নির্দিষ্ট মন্দিরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা বা উল্টোরথ নামে অভিহিত করা হয়।

ধর্মানুষ্ঠান ও পারিবারিক-সামাজিক জীবনে ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মাচারের গুরুত্ব ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৪৮

প্রশ্ন ৩৫। নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কার পূজা করা হয়?
উত্তর : নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করা হয়।
প্রশ্ন ৩৬। কীভাবে পুণ্য লাভ হয়?
উত্তর : শ্রীহরির নাম নিলে বা শুনলে পুণ্য লাভ হয়।
প্রশ্ন ৩৭। ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মাচারের নীতি অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য কেন?
উত্তর : ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবন সুন্দর-সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মাচারের নীতি অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য।

বাংলাদেশের তীর্থস্থান ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৪৮

প্রশ্ন ৩৮। পণ্ডাতীর্থস্থানটি কোন জেলায় অবস্থিত? [য. বো. '২৪]
উত্তর : পণ্ডাতীর্থস্থানটি সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর গ্রামে অবস্থিত।
প্রশ্ন ৩৯। পুণ্যস্থান কাকে বলে? [কু. বো. '২৩' দি. বো. '২৩]
উত্তর : স্বয়ং ভগবান কিংবা তাঁর অবতারের আবির্ভাব স্থানকে বলা হয় পুণ্যস্থান।
প্রশ্ন ৪০। পণ্ডাতীর্থ স্থানটি কোথায় অবস্থিত? [বি এ এফ শাহীন কলেজ, শমশেরনগর, মৌলভীবাজার; বুয়ার্ড স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
উত্তর : সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর গ্রামে পণ্ডাতীর্থ স্থানটি অবস্থিত।
প্রশ্ন ৪১। সীতাকুন্ড কোথায়? [বরিশাল জিলা স্কুল]
উত্তর : সীতাকুন্ড চট্টগ্রামে অবস্থিত।
প্রশ্ন ৪২। যাদুকাটা নদীর পূর্ব নাম কী? [ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]
উত্তর : যাদুকাটা নদীর পূর্ব নাম হচ্ছে রেনুকা নদী।
প্রশ্ন ৪৩। তীর্থস্থান কী?
উত্তর : পুণ্যস্থানকে তীর্থস্থান বলা হয়।
প্রশ্ন ৪৪। শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভুর জন্মস্থান কোথায়?
উত্তর : মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভুর জন্মস্থান পণ্ডাতীর্থে অবস্থিত।

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর — পাঠ্যবইয়ের টপিকের ধারায় উপস্থাপিত

ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠান ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৪৪

প্রশ্ন ১। প্রকৃতপক্ষে কীসের মাধ্যমে উৎসবের সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো. '২৩]
উত্তর : ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসবের সৃষ্টি হয়। আমাদের জীবনকে কল্যাণময়, সুখময় ও আনন্দময় রাখার জন্য বিভিন্ন মাঙ্গলিক ধর্মাচার পালন করে থাকি। সংক্রান্তি পূজা-পার্বণ, বর্ষবরণ, রথযাত্রা সকলের অংশগ্রহণ ও আনন্দ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে উৎসবের সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন ২। "ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠানের সম্পর্ক খুবই নিবিড়" —কেন? [চ. বো. '২৩]
উত্তর : যেসব আচার-আচরণ আমাদের জীবনকে সুন্দর ও মঙ্গলময় করে গড়ে তোলে, তা ধর্মাচার নামে স্বীকৃত। এগুলোকে লোকাচারও বলে। তবে এর মধ্যে থাকে মাঙ্গলিক কর্মের নির্দেশ। আবার ধর্মশাস্ত্রে পূজাসহ নানা অনুষ্ঠানের নির্দেশ আছে। এগুলো ধর্মানুষ্ঠান। ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠানের সম্পর্ক খুবই নিবিড়। ধর্মাচার করতে গেলে ধর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়, আবার ধর্মানুষ্ঠানে ধর্মাচার করতে হবে।

প্রশ্ন ৩। "বার মাসে তেরো পার্বণ"— বুঝিয়ে লেখ। [ঢা. বো. '১৯; রা. বো. '১৯; য. বো. '১৯; কু. বো. '১৯; চ. বো. '১৯; সি. বো. '১৯; ব. বো. '১৯; দি. বো. '১৯]
উত্তর : "বার মাসে তের পার্বণ" বলতে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের দ্বারা উদ্‌যাপিত নানা উৎসবের সমাহারকে বোঝানো হয়েছে। হিন্দুধর্মাবলম্বীরা সারা বছর নানা উৎসব-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। এর মধ্যে কিছু আছে ধর্মানুষ্ঠান এবং কিছু আছে লোকাচার। সারা বছরব্যাপী আমাদের কোনো না কোনো উৎসব লেগেই থাকে। এ কারণেই বলা হয় "বার মাসে তেরো পার্বণ"।

কতিপয় ধর্মাচার ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৪৪

প্রশ্ন ৪। জামাইষষ্ঠী কেন পালন করা হয়? [ঢা. বো. '২৪]
উত্তর : মেয়ে-জামাইয়ের মঙ্গল কামনার জন্য জামাইষষ্ঠী পালন করা হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠ তিথিতে জামাইষষ্ঠী অনুষ্ঠিত হয়। এই দিনে জামাইকে শ্বশুরবাড়িতে নিমন্ত্রণ করা হয়। খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ আয়োজন করা হয়। জামাইকে নতুন জামাকাপড় দেওয়া হয়। এদিন মূলত জামাই-শাশুড়ির দিন।

প্রশ্ন ৫। দীপাবলি কী তা ব্যাখ্যা কর। [য. বো. '২৪]
উত্তর : শ্যামা বা কালীপূজার দিন রাতে অনুষ্ঠিত হয় 'দীপাবলি' উৎসব। প্রদীপ জ্বালিয়ে অন্ধকার দূর করা হয়। সচেতনতার আলো জ্বালিয়ে মনের অজ্ঞানতার মোহান্ধকার দূর করার প্রতীক হিসেবে এ দীপাবলি উৎসব। সকল কুসংস্কার প্রদীপের আগুনে পুড়িয়ে জ্ঞানের আলোতে সারা বিশ্ব আলোকিত হোক— এ ব্রত নিয়েই দীপাবলি উৎসব পালন করা হয়। এটি দেওয়ালি, দীপান্বিতা, দীপালিকা, সুখরাত্রি, সুখসুপ্তিকা প্রভৃতি নামেও পরিচিত।

প্রশ্ন ৬। নতুন ধান দিয়ে পিঠা-পায়েশ তৈরির অনুষ্ঠানের ব্যাখ্যা দাও। [কু. বো. '২৪; ম. বো. '২৩]

উত্তর : নতুন ধান দিয়ে পিঠা পায়েস তৈরির অনুষ্ঠানটি হলো নবান্ন।

'নবান্ন' আবহমান বাংলার একটি ঐতিহ্যবাহী অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন উৎসব। নবান্ন শব্দটি সন্ধিযোগে উৎপত্তি হয়েছে; যেমন– নব+অন্ন = নবান্ন। 'নবান্ন' শব্দের অর্থ নতুন ভাত। হেমন্তকালের অগ্রহায়ণ মাসে নতুন ধানের চাল দিয়ে তৈরি ভাত, নানা রকম পিঠা প্রভৃতি দিয়ে যে মাঙ্গলিক উৎসব করা হয় তারই নাম নবান্ন উৎসব। বিভিন্ন অঞ্চলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষ এতে অংশগ্রহণ করে।

প্রশ্ন ৭। কোন ধর্মাচারের মাধ্যমে মনের কালিমা মুছে সারা পৃথিবীকে আলোকিত করা যায়? ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো. '২৩; চ. বো. '২৪]

উত্তর : দীপাবলি নামক ধর্মাচারের মাধ্যমে মনের কালিমা মুছে সারা পৃথিবীকে আলোকিত করা যায়।

শ্যামা বা কালীপূজার দিন রাতে অনুষ্ঠিত হয় 'দীপাবলি' উৎসব। প্রদীপ জ্বালিয়ে অন্ধকার দূর করা হয়। সচেতনতার আলো জ্বালিয়ে মনের অজ্ঞানতার মোহান্ধকার দূর করার প্রতীক হিসেবে এই দীপাবলি উৎসব। সকল কুসংস্কার বা মনের কালিমা প্রদীপের আগুনে পুড়িয়ে জ্ঞানের আলোকে সারা বিশ্ব আলোকিত হোক– এ ব্রত নিয়েই দীপাবলি উৎসব পালন করা হয়।

প্রশ্ন ৮। কোন ধর্মাচারটি বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক মহোৎসব? ব্যাখ্যা কর। [দি. বো. '২৪]

উত্তর : বর্ষবরণ ধর্মাচারটি বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক মহা উৎসব।

বাংলা সনের প্রথম দিন নতুন বছরকে বরণ করার মাধ্যমে এ উৎসব পালন করা হয়। এটি ধর্মীয় অনুভূতির পাশাপাশি পেয়েছে সার্বজনীনতা। এদিন বিভিন্ন পূজা, মিষ্টি খাওয়া, ভাব বিনিময় ও হালখাতাসহ নানা প্রকার অনুষ্ঠান করা হয়। বর্ষবরণ ও চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে পাহাড়ি অঞ্চলের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব 'বৈসাবি' পালন করে। বর্ষবরণ উৎসব আজ বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক মহা উৎসব।

প্রশ্ন ৯। নবান্ন উৎসব কেন করা হয়? ব্যাখ্যা কর। [ব. বো. '২৪]

উত্তর : কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে নতুন ফসল (ধান) ঘরে তোলা উপলক্ষ্যে নবান্ন উৎসব করা হয়।

নবান্ন উৎসব একটি ঋতুভিত্তিক অনুষ্ঠান। হেমন্তকালে অগ্রহায়ণ মাসে নতুন ধানের চাল দিয়ে তৈরি ভাত ও নানারকম পিঠা দিয়ে নবান্ন উৎসব উদযাপন করা হয়। এটি আবহমান বাংলার একটি ঐতিহ্যবাহী অসাম্প্রদায়িক গ্রামীণ উৎসব। বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রাম-অঞ্চলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষ এতে অংশগ্রহণ করে।

প্রশ্ন ১০। কিসের মাধ্যমে ভাই-বোনের মধ্যে মধুর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো. '২৪]

উত্তর : রাখী বন্ধনের মাধ্যমে ভাই-বোনের মধ্যে মধুর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। 'রাখী' কথাটি রক্ষা শব্দ থেকে উৎপন্ন। হিন্দু ধর্মাচারের মধ্যে রাখীবন্ধন অন্যতম। এদিন বোনেরা তাদের ভাইদের হাতে রাখী নামে একটি পবিত্র সুতা বেঁধে দেয়। ভাই-বোনের মধ্যকার আজীবন ভালোবাসার প্রতীক বহন করে এই রাখীবন্ধন। নিজের ভাই ছাড়াও আত্মীয় ও অনাত্মীয় ভাইদের হাতেও রাখী পরানো হয় এবং এতে ভাই-বোনের মধ্যে মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

প্রশ্ন ১১। 'বর্ষবরণ বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ' —ব্যাখ্যা কর। [ম. বো. '২৪]

অথবা, বাংলা বছরের প্রথম দিন পালিত উৎসবটির ব্যাখ্যা দাও। [ব. বো. '২৩]

উত্তর : বাংলা সনের প্রথম দিন নতুন বছরকে বরণ করার জন্য যে উৎসব পালন করা হয় তাকে বর্ষবরণ বলা হয়। এটি ধর্মীয় অনুভূতির পাশাপাশি পেয়েছে সর্বজনীনতা। তাই বর্ষবরণ উৎসব আজ বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক মহা উৎসব। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই বর্ষবরণ উৎসব পালন করে। এ দিন বিভিন্ন পূজা, মিষ্টি খাওয়া, ভাব বিনিময় ও হালখাতাসহ নানা প্রকার অনুষ্ঠান করা হয়। আর এ কারণেই বর্ষবরণ অনুষ্ঠানকে বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ১২। কোন ধর্মাচারের মাধ্যমে শিশুরা আনুষ্ঠানিকভাবে লেখাপড়ার জগতে প্রবেশ করে? [ঢা. বো. '২৩]

উত্তর : হাতে খড়ি ধর্মাচারের মাধ্যমে শিশুরা আনুষ্ঠানিকভাবে লেখাপড়ার জগতে প্রবেশ করে। সরস্বতী পূজার দিন শিশুদের শিক্ষাজীবনে প্রবেশের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় 'হাতেখড়ি' অনুষ্ঠান। পুরোহিত কিংবা পঞ্চদশীয় গুরুজনের কাছে কলাপাতায় খাগ দিয়ে লিখে অথবা পাথরে খড়িমাটি দিয়ে লিখে শিশুরা লেখাপড়ার জগতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশ করে।

প্রশ্ন ১৩। বাংলা মাসের শেষ দিনকে কী বলে? ব্যাখ্যা কর। [রা. বো. '২৩]

উত্তর : বাংলা মাসের শেষ দিনকে বলা হয় সংক্রান্তি। এ দিনে ঋতুভেদে ভিন্ন ভিন্ন মাসের সংক্রান্তি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন উৎসব করা হয়। তবে বাঙালি সমাজে পৌষসংক্রান্তি ও চৈত্রসংক্রান্তির উৎসবই উল্লেখযোগ্য। সংক্রান্তি শব্দটি কোথাও কোথাও 'সাকরাইন' নামে পরিচিত। তবে পৌষপার্বণ বা পৌষসংক্রান্তিকে মকরসংক্রান্তি বলা হয়। হিন্দুরা এ দিনে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করে থাকে।

প্রশ্ন ১৪। রাখীবন্ধন বলতে কী বোঝ? [য. বো. '২৩; সকল বোর্ড '১৬]

উত্তর : রাখী কথাটি রক্ষা থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। ভাই-বোনের মধ্যকার আজীবন ভালোবাসাকে পবিত্র সুতার মাধ্যমে বেঁধে দেওয়ার অনুষ্ঠানকে বলা হয় রাখীবন্ধন। এদিন বোনেরা তাদের ভাইয়ের হাতে রাখী নামের একটি পবিত্র সুতা বেঁধে দেয়। এটি ভালোবাসার প্রতীক। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এ পর্বটি পালন করা হয় বলে একে রাখী পূর্ণিমাও বলা হয়। হিন্দুধর্মে রাখীবন্ধন একটি অন্যতম আচার।

প্রশ্ন ১৫। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে যে পর্বটি পালিত হয় তার ব্যাখ্যা দাও। [ব. বো. '২৩]

উত্তর : শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে যে পর্বটি পালিত হয় সেটি হচ্ছে রাখীবন্ধন। 'রাখী' কথাটি রক্ষা শব্দ থেকে উৎপন্ন। হিন্দুধর্মাচারের মধ্যে রাখীবন্ধন অন্যতম। এদিন বোনেরা তাদের ভাইদের হাতে রাখী নামে একটি পবিত্র সুতা বেঁধে দেয়। ভাই-বোনের মধ্যকার আজীবন ভালোবাসার প্রতীক বহন করে এই রাখীবন্ধন। নিজের ভাই ছাড়াও আত্মীয় ও অনাত্মীয় ভাইদের হাতেও রাখী পরানো হয় এবং এতে ভাইবোনের মধ্যে মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

প্রশ্ন ১৬। কোন ধর্মাচারের মাধ্যমে মনের কালিমা দূর করা যায় তা ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো. '২০; কু. বো. '২০; চ. বো. '২০; দি. বো. '২০; ম. বো. '২০]

উত্তর : দীপাবলি পালনের মাধ্যমে মনের কালিমা দূর করা যায়। শ্যামা বা কালীপূজার দিন রাতে অনুষ্ঠিত হয় 'দীপাবলি' উৎসব। এসময় প্রদীপ জ্বালিয়ে অন্ধকার দূর করা হয়। সচেতনতার আলো জ্বালিয়ে মনের অজ্ঞানতার মোহান্ধকার দূর করার প্রতীক হিসেবে এ দীপাবলি উৎসব পালিত হয়ে থাকে। এর মধ্য দিয়ে সকল কুসংস্কার প্রদীপের আগুনে পুড়িয়ে জ্ঞানের আলোকে সারা বিশ্ব আলোকিত হয়। তাই বলা যায়, দীপাবলি উৎসব পালনের মাধ্যমেই মনের কালিমা দূর করা যায়।

প্রশ্ন ১৭। 'দিপাবলী' উৎসব পালন করা হয় কীভাবে? [রা. বো. '২০; য. বো. '২০; সি. বো. '২০; ব. বো. '২০]

উত্তর : শ্যামা বা কালীপূজার দিন রাত্রে পালন করা হয় দীপাবলি উৎসব। প্রদীপ জ্বালিয়ে এদিন সমস্ত অন্ধকার দূর করা হয়। সচেতনতার আলো জ্বালিয়ে মনের অজ্ঞানতার মোহান্ধকার দূর করার প্রতীক হিসেবে এই দীপাবলি উৎসব। সকল কুসংস্কার প্রদীপের আগুনে পুড়িয়ে জ্ঞানের আলোকে সারা বিশ্ব আলোকিত হোক –এ ব্রত নিয়েই দীপাবলি উৎসব পালন করা হয়।

ধর্মানুষ্ঠান ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৪৭

প্রশ্ন ১৮। রথযাত্রার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। [চ. বো. '২৩]

উত্তর : রথযাত্রা হিন্দুদের ধর্মানুষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম। এটি হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব হলেও বর্তমানে তা সর্বজনীন উৎসব হিসেবে রূপ লাভ করেছে। রথের সময় ভগবানই ভক্তের কাছে নেমে আসেন। সবাই একত্রে রথের রশি ধরে। এখানে জাতি-বর্ণের বিভেদ থাকে না। তাই রথযাত্রা সাম্যের শিক্ষা দেয়। রথের মেলা একদিকে উৎসব, অন্যদিকে এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। এই রথযাত্রার গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ১৯। রথযাত্রা কীভাবে সাম্যের শিক্ষা দেয়?

[দি. বো. '২৩; ম. বো. '২৩]

উত্তর : রথযাত্রা হিন্দুদের ধর্মানুষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম। এটি হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব হলেও বর্তমানে তা সর্বজনীন উৎসব হিসেবে রূপ লাভ করেছে। রথের সময় ভগবানই ভক্তের কাছে নেমে আসেন। সবাই একত্রে রথের রশি ধরে। এখানে জাতি-বর্ণের বিভেদ থাকে না। এ থেকে বোঝা যায়, রথযাত্রা সাম্যের শিক্ষা দেয়।

ধর্মানুষ্ঠান ও পারিবারিক-সামাজিক জীবনে ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মাচারের গুরুত্ব ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৪৮

প্রশ্ন ২০। ভক্তরা নামযজ্ঞানুষ্ঠানে যোগ দেয় কেন? [কু. বো. '২৩]

উত্তর : নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের পূজা হয়। বিভিন্ন সুরে, ছন্দে, তালে কৃষ্ণনাম এবং রামনাম কীর্তন করা হয়। হিন্দুরা বিশ্বাস করে শ্রীহরির নাম নিলে বা শুনলে পুণ্য লাভ হয়। দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। এ বিশ্বাস নিয়েই ভক্তরা বহু দূর থেকে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।

বাংলাদেশের তীর্থস্থান ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৪৮

প্রশ্ন ২১। যাদুকাটা নদীর উৎপত্তি কীভাবে হয়? ব্যাখ্যা কর।

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, পমপেরনগর, মৌলভীবাজার]

উত্তর : সাধক পুরুষ অদ্বৈত প্রভুর মা গঙ্গাস্নানের ইচ্ছা পোষণ করেন কিন্তু শারীরিক সামর্থ্য না থাকায় ছেলে অদ্বৈত মায়ের ইচ্ছা পূরণের জন্য যোগ সাধনা করেন। তিনি যোগ সাধনা বলে পৃথিবীর সমস্ত তীর্থের পুণ্যজল এক নদীর এক ধারায় প্রবাহিত করেছিলেন। তখন এ নদীর নাম রাখা হয় রেনুকা। এ রেনুকা নদীর বর্তমান নাম হলো যাদুকাটা নদী। আর এভাবে যাদুকাটা নদীর উৎপত্তি হয়।

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য শিখনফল ও বিষয়বস্তুর ধারায় A+ গ্রেড সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নের মান ১০

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ্যবইয়ের শিখনফল সূত্র সংবলিত

প্রশ্ন ১ ▸ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর ১নং সৃজনশীল প্রশ্ন

প্রতিবছর কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে কনক উপবাস থেকে তার ভাই সৌবর্ণের কপালে ফোটা দিয়ে ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করে। তার বিশ্বাস সৌবর্ণ সকল বিপদ-আপদ থেকে পরিত্রাণ পাবে।

ক. বাংলা মাসের শেষ দিনকে কী বলা হয়? ১

খ. ধর্মাচার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. কনক কীভাবে অনুচ্ছেদে বর্ণিত ধর্মাচারটি উদযাপন করছে তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. পারিবারিক ও ধর্মীয় জীবনে কনকের পালনকৃত ধর্মাচারটির প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১ ও ৩

ক বাংলা মাসের শেষ দিনকে সংক্রান্তি বলা হয়।

খ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যেসব মাঙ্গলিক আচার-অনুষ্ঠান ধর্মনীতির সাথে সম্পর্কিত, তাই ধর্মাচার। ধর্মাচার ধর্মীয় বিধিবিধান দ্বারা অনুমোদিত। সংক্রান্তি, গৃহপ্রবেশ, অম্বুবাচী, জামাইষষ্ঠী, রাখীবন্ধন, ভাইফোটা, দীপাবলি, হাতেখড়ি, নবান্ন প্রভৃতি ধর্মাচার।

গ কনক অনুচ্ছেদে বর্ণিত ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ধর্মাচারটি উদ্‌যাপন করছে। সে কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে সারাদিন উপবাস থেকে ভাইয়ের কপালে চন্দনের ফোটা দিয়ে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসব পালন করে। কনক ভাইকে দীর্ঘায়ু কামনা করে বলে ভাইকে যম যেন কোনোদিন স্পর্শ করতে না পারে। সে যেন চিরদিন বেঁচে থাকে। এদিন কনক উপবাস থেকে ভাইয়ের কপালে অনামিকা আঙুল দিয়ে চন্দনের ফোটা দিয়ে ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করে বলে—

"ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোটা,
যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা।"

এভাবে কনক ভাইফোটা নামক ধর্মাচার পালন করে।

ঘ যেসব আচার-আচরণ আমাদের জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণময় করে, তা ধর্মাচার নামে স্বীকৃত। ধর্মাচার ধর্মীয় বিধি বিধান দ্বারা অনুমোদিত। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া হিন্দুধর্মে একটি অন্যতম ধর্মাচার। কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে কনক উপবাস থেকে তার ভাই সৌবর্ণের কপালে ফোটা দিয়ে ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করে। তার বিশ্বাস সৌবর্ণ সকল বিপদ-আপদ থেকে পরিত্রাণ পাবে এবং সে দীর্ঘায়ু হবে। পুরাণে উল্লেখ আছে, কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে যমুনা দেবী তার ভাই যমের মঙ্গল কামনায় গভীর ধ্যানমগ্ন হতে পূজা করেন। তাঁরই পুণ্য প্রভাবে যমদেব অমরত্ব লাভ করেন। বোন যমুনা দেবীর পূজার ফলে ভাই যমের এ অমরত্ব লাভের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বর্তমানকালের বোনেরা তা অনুসরণ করে আসছে।

কনকের পালনকৃত ধর্মাচার ভ্রাতৃদ্বিতীয়া অর্থাৎ ভাইফোটা নামে পরিচিত। পারিবারিক ও ধর্মীয় জীবন এ অনুষ্ঠান সৌহার্দ্য গড়ে তোলে। তবে এ অনুষ্ঠান বর্তমানে পারিবারিক গন্ডির মধ্যেই নয়, এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের চেতনা জাগ্রত করে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

প্রশ্ন ২ ▸ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর ২নং সৃজনশীল প্রশ্ন

চৈত্র মাসে গোবিন্দ তার মা-বাবার সাথে লাক্ষালবন্দ স্নানে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে সে তার মা-বাবার সাথে স্নান সম্পন্ন করে। স্নান শেষে হাজার মানুষের ভিড়ে লাক্ষালবন্দ স্নান সম্পর্কে তার কৌতূহল জাগে এবং সে লাক্ষালবন্দ স্নানের উৎপত্তি, বিকাশ ও মহাপুরুষের অবদান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে।

ক. পুণ্যস্থান কী? ১

খ. ঐতিহাসিক ধর্মীয় স্থান ভ্রমণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২

গ. গোবিন্দের তীর্থ দর্শনের সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের যে তীর্থস্থানের সাদৃশ্য রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তীর্থ ভ্রমণে মানুষের জীবনে যে প্রভাব প্রতিফলিত হয় তা বিশ্লেষণ কর। ৪

▸ শিখনফল ৭

২নং প্রশ্নের উত্তর :

ক স্বয়ং ভগবান কিংবা তাঁর অবতারের আবির্ভাব স্থানকে পুণ্যস্থান বলা হয়।

খ পুণ্যস্থানকে তীর্থস্থান অথবা ঐতিহাসিক স্থান বলেও আখ্যায়িত করা হয়। তীর্থস্থান ভ্রমণ করা একটি পুণ্যকর্ম। তীর্থদর্শনে মন পবিত্র হয়; অশান্ত মন শান্ত হয়, পুণ্যলাভ হয় এবং পরকালে সদ্গতি হয়। তীর্থস্থান ভ্রমণে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ঐতিহাসিক ধর্মীয় স্থান বা তীর্থস্থান ভ্রমণের গুরুত্ব অপরিসীম।

গ গোবিন্দ চৈত্র মাসে তার মা-বাবার সাথে তীর্থস্থান লাঙ্গলবন্দ গিয়েছিল। সেখানে গোবিন্দ তাঁর মা-বাবার সাথে স্নান সম্পন্ন করেন। স্নান শেষে হাজার মানুষের ভিড়ে লাঙ্গলবন্দ স্নানের উৎপত্তি, বিকাশ ও মহাপুরুষের অবদান সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন। আমার পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত তীর্থস্থান সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুরের পণাতীর্থ। পণাতীর্থের সাথে লাঙ্গলবন্দের সাদৃশ্য রয়েছে। চৈত্র মাসে বারুণী স্নান উপলক্ষে পণাতীর্থে বহু জনসমাবেশ ঘটে। অদ্বৈত প্রভু মায়ের ইচ্ছে পূরণের জন্য যোগসাধনা বলে পৃথিবীর সমস্ত তীর্থের পুণ্যজল এক নদীর এক ধারায় প্রবাহিত করেন। এ জলধারাটি বর্তমানে যাদুকাটা নদী নামে প্রবাহিত। এ নদীর তীরে পণাতীর্থে প্রতিবছর বারুণী স্নানে বহুলোকের সমাগম হয়।

ঘ স্বয়ং ভগবান কিংবা তাঁর অবতারের আবির্ভাব স্থানকে পুণ্যস্থান বলা হয়। আর পুণ্যস্থানকে বলা হয় তীর্থস্থান। এগুলো ঐতিহাসিক স্থান বলেও আখ্যায়িত। তীর্থস্থান ভ্রমণ করা একটি পুণ্য কর্ম। ধর্মপালন করার মতো তীর্থদর্শন করারও এটি পবিত্র কর্তব্য। তীর্থদর্শনের মাধ্যমে মানুষের মন পবিত্র হবে, অশান্ত মন শান্ত হবে এবং সকল দুঃখ দূর হবে। সর্বোপরি তীর্থদর্শনের মাধ্যমে মানুষের পুণ্যলাভ হবে। পরকালে সদ্গতি হবে। এছাড়াও ঐতিহাসিক তীর্থস্থান ভ্রমণে মানুষের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পাবে। মনের প্রসারতা বাড়বে। সংকীর্ণতা দূর হবে। উদারতা বৃদ্ধি পাবে। মনে স্বস্তি আসবে। মহাপুরুষদের জীবনাচরণের নিদর্শন মানুষের মনকে ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করবে।

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

প্রশ্ন ৩ ▸ ঢাকা বোর্ড ২০২৪

এসো হে বৈশাখ, এসো এসো
তাপস নিঃশ্বাস বায়ে
মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে
বৎসরের আবর্জনা
দূর হয়ে যাক, যাক, যাক
এসো এসো।

ক. চৈত্রসংক্রান্তির প্রধান উৎসব কী? ১
খ. জামাইষষ্ঠী কেন পালন করা হয়? ২
গ. উদ্দীপকে যে ধর্মাচারের কথা বলা হয়েছে তা বর্ণনা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকে বর্ণিত ধর্মাচার ছাড়াও হিন্দুধর্মে অন্যান্য ধর্মাচারের কথাও উল্লেখ আছে।" —মন্তব্যটির সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৩

ক চৈত্রসংক্রান্তির প্রধান উৎসব হলো শিব পূজা।

খ মেয়ে-জামাইয়ের মঙ্গল কামনার জন্য জামাইষষ্ঠী পালন করা হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠ তিথিতে জামাইষষ্ঠী অনুষ্ঠিত হয়। এই দিনে জামাইকে শ্বশুরবাড়িতে নিমন্ত্রণ করা হয়। খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ আয়োজন করা হয়। জামাইকে নতুন জামাকাপড় দেওয়া হয়। এদিন মূলত জামাই-শাশুড়ির দিন।

গ উদ্দীপকে বর্ষবরণ বা পহেলা বৈশাখের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, যা মূলত একটি ধর্মাচার। বাংলা সনের প্রথম দিন নতুন বছরকে বরণ করার মাধ্যমে এ উৎসব পালন করা হয়। চৈত্রসংক্রান্তির পরের দিনটিই হলো পহেলা বৈশাখ। এটি বাঙালিদের প্রধান সামাজিক উৎসব। এ দিনে ছোট-বড়, ধনী-গরিব সকলে মিলে পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এ উপলক্ষে মেলা, ব্যবসায়ীদের হালখাতা, গ্রামীণ খেলাধুলা, গান-বাজনা ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। এ দিন বিভিন্ন পূজা, মিষ্টি খাওয়া, ভাব বিনিময় ও নানা প্রকার অনুষ্ঠান করা হয়। সাম্প্রতিককালে বিশেষ করে শহর অঞ্চলে বৈশাখী মেলা ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বর্ষবরণ উদ্‌যাপনের বিষয়টি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ব্যাপক সর্বজনীনতা পেয়েছে। বর্ষবরণ ও চৈত্রসংক্রান্তির উপলক্ষে পাহাড়ি অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব 'বৈসাবি' পালন করে থাকে।

উদ্দীপকে বর্ষবরণ উপলক্ষে বহুল প্রচলিত বিশ্বকবি রবিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানটি উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত এ গানের মধ্য দিয়ে নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়া হয়।

তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকে বর্ষবরণ ধর্মাচারটি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে যে ধর্মাচারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেটি হলো বর্ষবরণ। উক্ত ধর্মাচার ছাড়াও হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে আরও বিভিন্ন প্রকার ধর্মাচার রয়েছে —মন্তব্যটি যুক্তিযুক্ত।

ধর্মাচার বলতে আমরা সেসকল আচরণকে বুঝি যে সকল আচার-আচরণ আমাদের জীবনকে সুন্দর ও মঙ্গলময় করে গড়ে তোলে। ধর্মাচারের মধ্যে মাঙ্গলিক কর্মের নির্দেশ থাকে। হিন্দুধর্মের অন্যান্য ধর্মাচারসমূহ হলো— সংক্রান্তি, জামাইষষ্ঠী, রাখীবন্ধন, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, গৃহপ্রবেশ, নবান্ন প্রভৃতি।

বাংলা মাসের শেষ দিনকে বলা হয় সংক্রান্তি। তবে বাঙালি সমাজে পৌষসংক্রান্তি ও চৈত্রসংক্রান্তি উৎসবই উল্লেখযোগ্য। চৈত্রসংক্রান্তি 'সাকরাইন' এবং পৌষসংক্রান্তি 'মকর সংক্রান্তি' নামে পরিচিত। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে জামাইষষ্ঠী অনুষ্ঠিত হয়। এ দিন মূলত জামাই-শাশুড়ির দিন। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে হয়, যা রাখী পূর্ণিমা নামেও পরিচিত। এদিন বোনেরা ভাইয়ের হাতে ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে পবিত্র সুতা বেঁধে দেন। কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে এ উৎসব পালিত হয়। এ দিনে ভাইয়ের মঙ্গল কামনায় উপবাস থেকে বোনেরা ভাইয়ের কপালে ফোঁটা (ঘি, দধি, কাজল) দেন ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন। নতুন বাড়িতে প্রবেশ করার সময় যে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করা হয় তাকে গৃহপ্রবেশ বলে। সরস্বতী পূজার দিন শিশুদের শিক্ষাজীবনে প্রবেশের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় 'হাতেখড়ি' অনুষ্ঠান। নবান্ন বলতে হেমন্তকালে নতুন ধান ঘরে তোলার উৎসবকে বোঝায়। এদিন লক্ষ্মী পূজা করা হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, হিন্দুধর্মশাস্ত্রে নানা রকমের ধর্মাচার পালিত হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ৪ ▸ রাজশাহী বোর্ড ২০২৪

শুভ্রা বর্ষাকালের পূর্ণিমা তিথিতে একটি ধর্মাচারের আয়োজন করে। এ অনুষ্ঠানটিতে সে ভাইয়ের হাতে ভাই-বোনের মধ্যকার ভালোবাসার প্রতীক বেঁধে দেয়। অন্যদিকে, সুমনাদের বাড়িতে একটি ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি মূলত বৈষ্ণবীয় অনুষ্ঠান নামে পরিচিত। অনুষ্ঠানটিতে একে অপরকে আবির দিয়ে রাঙিয়ে দেয়। এ উপলক্ষে বাড়িতে অনেক আত্মীয়স্বজনের আগমন ঘটে।

ক. বাংলার বাইরে 'দোলযাত্রা' কী নামে পরিচিত? ১

খ. 'দেহ ও আত্মার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান'—বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. শুভ্রা কোন ধর্মাচার পালন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সুমনার পালনকৃত অনুষ্ঠানটির প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৩ ও ৫

ক বাংলার বাইরে দোলযাত্রা 'হোলি উৎসব' নামে পরিচিত।

খ ঈশ্বর সকল জীবদেহের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন।

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তিনি এ মহাবিশ্বের সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তার সৃষ্ট সকল জীবের মধ্যে তিনি আত্মারূপে অবস্থান করেন। তিনি জীবদেহের মধ্যে নিয়ন্ত্রণকারী জীবাত্মারূপে যতক্ষণ অবস্থান করেন ততক্ষণ জীবদেহের জীবন বা আয়ু থাকে। আত্মা ছাড়া দেহ অচল, মৃত। তিনি জীবের জন্ম ও মৃত্যুর কারণ। জীবাত্মা জীবদেহ পরিত্যাগ করলে দেহের বিনাশ ঘটে। আবার আত্মা নতুন দেহ ধারণ করলে সেই দেহ চেতনাসম্পন্ন, সচল, সক্রিয় হয়। তাই বলা যায়, দেহ ও আত্মার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

গ শুভ্রা 'রাখীবন্ধন' নামক ধর্মাচারটি পালন করেন।

উদ্দীপকে দেখতে পাই, শুভ্রা বর্ষাকালের পূর্ণিমা তিথিতে একটি ধর্মাচারের আয়োজন করে। সেখানে ভাই-বোনের মধ্যকার ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে সে ভাইয়ের হাতে পবিত্র সুতা বেঁধে দেয়।

পাঠ্যবই হতে আমরা জানতে পারি, এই ধর্মাচারটির নাম হচ্ছে রাখীবন্ধন। 'রাখী' কথাটি রক্ষা শব্দ থেকে উৎপন্ন। হিন্দুদের বিভিন্ন ধর্মাচারের মধ্যে 'রাখীবন্ধন' অন্যতম। এদিন বোনেরা তাদের ভাইদের হাতে রাখী নামে একটি পবিত্র সুতা বেঁধে দেয়। ভাই-বোনের মধ্যে আজীবন ভালোবাসার প্রতীক বহন করে এই 'রাখীবন্ধন'। নিজের ভাই ছাড়াও আত্মীয় ও অনাত্মীয় ভাইদের হাতেও রাখী পরানো হয় এবং এতে করে সকল ভাই-বোনের মধ্যে মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সাধারণত শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এ পর্বটি পালন করা হয় বিধায় এ দিনটি রাখী পূর্ণিমা নামেও পরিচিত। অতএব বলা যায় যে, রাখীবন্ধন হিন্দুদের অন্যতম একটি ধর্মাচার। যার মাধ্যমে ভাই-বোনের ভালোবাসার বন্ধন অটুট হয়।

ঘ সুমনার পালনকৃত ধর্মীয় অনুষ্ঠানটি হলো 'দোলপূর্ণিমা বা দোলযাত্রা, যা ফাল্গুনি পূর্ণিমা নামেও পরিচিত। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে অনুষ্ঠিত এই ধর্মানুষ্ঠান বা দোলপূর্ণিমার প্রভাব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

ধর্ম মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের সৃষ্টি করে। আর ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে তা পূর্ণতা পায়, তা যেকোনো ধর্মানুষ্ঠানই হোক না কেন। যেমনটা উদ্দীপকের সুমনাদের বাড়িতে দোলযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটিতে একে অপরকে আবির রাঙিয়ে দেয় এবং বাড়িতে অনেক আত্মীয়স্বজনের আগমন ঘটে।

মূলত সেদিন রাধা-কৃষ্ণকে দোলায় রেখে আবির কুঙ্কুমে রাঙিয়ে পূজা করা হয়। তাদের পূজা দিয়ে পরস্পর-পরস্পরকে রং বা আবির মাখিয়ে আনন্দ করে। এখানে কোনো ভেদাভেদ থাকে না। উৎসবের দিন সকাল থেকেই শত্রু-মিত্র, ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ সকলে রং খেলায় মেতে ওঠে সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে। এতে সবাই একাত্ম হয় এবং সকলের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সৃষ্টি হয়। সাম্প্রদায়িক বন্ধন তৈরি হয় এবং জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠে। আবার এ পূজার আগের দিন অর্থাৎ শুক্লা চতুর্দশীর দিন বুড়ির ঘর বা 'মেড়া' পোড়ানো হয়। যার মাধ্যমে মনে করা হয় সমাজের সকল অমঙ্গল সেই প্রতীকী আগুনে ধ্বংস ও দূরীভূত হয় এবং মানুষের মনের অন্ধকার ও হিংসাও চলে যায়। যার ফলে সবাই একাত্ম হতে পারে। এটাই দোলযাত্রার সর্বজনীনতা।

সুতরাং বলা যায়, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে দোলযাত্রার গুরুত্ব অনেক তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ৫ ▸ যশোর বোর্ড ২০২৪

শ্রীবাস বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠান—নামযজ্ঞ, রথযাত্রায় যায়। সে ভদ্র, নম্র ও বিনয়ী। সমাজ ও পারিবারিক জীবনে তার বন্ধন সুদৃঢ়। এছাড়া ঐতিহাসিক তীর্থস্থান ভ্রমণে তার বেশ আগ্রহ। সে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড, মহেশখালীর আদিনাথ মন্দিরসহ দেশ-বিদেশের অনেক তীর্থস্থান দর্শন করেছে।

ক. পণাতীর্থস্থানটি কোন জেলায় অবস্থিত? ১

খ. দীপাবলি কী তা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. শ্রীবাস কী পালনের মাধ্যমে সমাজ ও পারিবারিক জীবনে তার বন্ধন সুদৃঢ় হয়েছে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. 'শ্রীবাস ঐতিহাসিক তীর্থস্থান ভ্রমণের ফলে তার জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়।' —এ মর্মে তীর্থ দর্শনের গুরুত্ব তুলে ধর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৪ ও ৭

ক পণাতীর্থস্থানটি সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর গ্রামে অবস্থিত।

খ শ্যামা বা কালীপূজার দিন রাতে অনুষ্ঠিত হয় 'দীপাবলি' উৎসব। প্রদীপ জ্বালিয়ে অন্ধকার দূর করা হয়। সচেতনতার আলো জ্বালিয়ে মনের অজ্ঞানতার মোহান্ধকার দূর করার প্রতীক হিসেবে এ দীপাবলি উৎসব। সকল কুসংস্কার প্রদীপের আগুনে পুড়িয়ে জ্ঞানের আলোতে সারা বিশ্ব আলোকিত হোক— এ ব্রত নিয়েই দীপাবলি উৎসব পালন করা হয়। এটি দেওয়ালি, দীপান্বিতা, দীপালিকা, সুখরাত্রি, সুখসুপ্তিকা প্রভৃতি নামেও পরিচিত।

গ শ্রীবাস ধর্মাচার বা ধর্মানুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে সমাজ ও পারিবারিক জীবনে তার বন্ধন সুদৃঢ় হয়েছে।

ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবনে ধর্মাচারের গুরুত্ব অপরিসীম। ধর্মাচার বা ধর্মনীতি মানুষকে ভদ্র, নম্র ও বিনয়ী করে তোলে। সংক্রান্তি, গৃহপ্রবেশ, জামাইষষ্ঠী, রাখীবন্ধন, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রভৃতি ধর্মাচার পালনকালে ধর্ম-বর্ণ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষ সমবেত হওয়ার মাধ্যমে দ্বন্দ্ব-সংঘাত দূরীভূত হয়। গড়ে ওঠে পারস্পরিক সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্ববোধ। মানবিক মূল্যবোধের এ নীতি অনুসরণ করতে ধর্মাচার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আবার ধর্মানুষ্ঠান ছাড়া ধর্মাচার তেমন ফলপ্রসূ হয় না। ধর্মাচারের মাধ্যমে সমাজ ও পারিবারিক জীবনের বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, শ্রীবাস বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠান পালন করেন এবং তার আচরণে ভদ্রতা, নম্রতা ও বিনয়ীভাব লক্ষ করা যায়। যার ফলস্বরূপ সমাজ ও পারিবারিক জীবনে তার বন্ধন সুদৃঢ় হয়েছে।

ঘ 'শ্রীবাস ঐতিহাসিক তীর্থস্থান ভ্রমণের ফলে তার জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়।'– এ মর্মে তীর্থদর্শনের গুরুত্ব তুলে ধরা হলো–

স্বয়ং ভগবান কিংবা তার অবতারের আবির্ভাব স্থানকে পুণ্যস্থান বলা হয়। কোনো দেবালয়ের স্থানও পুণ্যস্থান। আর পুণ্যস্থানকে বলা হয় তীর্থস্থান। এগুলো ঐতিহাসিক স্থান বলেও আখ্যায়িত। তীর্থস্থান ভ্রমণ করা একটি পুণ্য কর্ম। ধর্ম পালন করার মতো তীর্থ দর্শন করাও একটি পবিত্র কর্তব্য। তীর্থ দর্শনে মন পবিত্র হয়, অশান্ত মন শান্ত হয়। দুঃখ দূর হয়। পুণ্যলাভ হয়। পরকালে সদ্‌গতি হয়। মানুষের মধ্যকার সংকীর্ণতা দূর হয়। মনের উদারতা বৃদ্ধি করে। এর ফলে মনে আসে স্বস্তি। এছাড়াও ঐতিহাসিক তীর্থস্থান ভ্রমণে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়।

উদ্দীপকের শ্রীবাসের তীর্থস্থান ভ্রমণে বিশেষ আগ্রহ রয়েছে এবং সে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন তীর্থস্থান দর্শন করেছে। যার ফলে উপরিউক্ত বর্ণিত সকল সুফল তার লাভ হয়েছে এবং তার জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই বলা যায়, মানবজীবনে তীর্থস্থানের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ৬ ▸ কুমিল্লা বোর্ড ২০২৪

চয়নদের গ্রামের বাড়িতে মন্দিরের মাঠে কয়েক প্রহরব্যাপী চলছে একটি অনুষ্ঠান। অনেক দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তগণ দলে দলে এসে যোগ দিচ্ছে এ অনুষ্ঠানে। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করা হয়। অপরদিকে, অজয় বাবু মনের শান্তির জন্য বিভিন্ন ঐতিহাসিক পবিত্র স্থান ঘুরে দেখেন। এতে তার জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। তার ঘুরে দেখা স্থানগুলো অধিকাংশই বড় বড় পাহাড়ের ওপর, বড় গাছের নিচে বা নদীর ধারে হয়ে থাকে।

ক. ধর্মাচার কী? ১

খ. নতুন ধান দিয়ে পিঠা-পায়েশ তৈরির অনুষ্ঠানের ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. চয়নদের গ্রামের মন্দিরের মাঠে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. অজয় বাবু মনে শান্তির জন্য যে ঐতিহাসিক পবিত্র স্থান ঘুরে দেখার ইঙ্গিত দিয়েছেন, তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৫ ও ৭

ক যে সমস্ত আচার-আচরণ আমাদের জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণময় করে তোলে তাকে ধর্মাচার বলে।

খ নতুন ধান দিয়ে পিঠা পায়েস তৈরির অনুষ্ঠানটি হলো নবান্ন।

'নবান্ন' আবহমান বাংলার একটি ঐতিহ্যবাহী অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন উৎসব। নবান্ন শব্দটি সন্ধিযোগে উৎপত্তি হয়েছে; যেমন– নব+অন্ন = নবান্ন। 'নবান্ন' শব্দের অর্থ নতুন ভাত। হেমন্তকালের অগ্রহায়ণ মাসে নতুন ধানের চাল দিয়ে তৈরি ভাত, নানা রকম পিঠা প্রভৃতি দিয়ে যে মাঙ্গলিক উৎসব করা হয় তারই নাম নবান্ন উৎসব।

গ চয়নদের গ্রামের মন্দিরের মাঠে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটি হলো নামযজ্ঞ। এই অনুষ্ঠানটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে নিচে বর্ণনা করা হলো–

নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করা হয়। বিভিন্ন সুরে, ছন্দে, তালে কৃষ্ণনাম এবং রামনাম কীর্তন করা হয়। এ অনুষ্ঠানটি স্থান, সময় এবং আয়োজনের পরিধিভেদে কয়েক প্রহরব্যাপী হয়ে থাকে। তিন ঘণ্টায় এক প্রহর ধরা হয়। এ অনুষ্ঠান উপলক্ষে মন্দির বা নামযজ্ঞানুষ্ঠান স্থানটি পবিত্র রাখা হয়। ভক্তরা আসেন দূর-দূরান্ত থেকে। হিন্দুরা বিশ্বাস করে, শ্রীহরির নাম নিলে বা শুনলে পুণ্য লাভ হয়। দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পায়। আর এ বিশ্বাস নিয়েই মানুষ বহুদূর থেকে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।

উদ্দীপকে বর্ণিত চয়নদের গ্রামের বাড়িতে মন্দিরের মাঠে কয়েক প্রহরব্যাপী চলছে একটি অনুষ্ঠান। দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তগণ দলে দলে এসে যোগ দিচ্ছে এ অনুষ্ঠানে। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করা হয়। উদ্দীপকের এসব বর্ণনা পাঠ্যবইয়ের নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের অজয় বাবু মনে শান্তির জন্য যে ঐতিহাসিক পবিত্র স্থান ঘুরে দেখার ইঙ্গিত দিয়েছেন, তা হলো তীর্থস্থান বা পুণ্যস্থান। নিচে তীর্থস্থান দর্শনের গুরুত্ব বর্ণনা করা হলো–

স্বয়ং ভগবান কিংবা তাঁর অবতারের আবির্ভাব স্থানকে পুণ্যস্থান বলা হয়। আর পুণ্যস্থানকে তীর্থস্থান বলে। তীর্থস্থান ভ্রমণ করলে পুণ্য কর্ম করা হয়। ধর্মপালন করার মতো তীর্থদর্শন করাও একটি পবিত্র কর্তব্য। বাংলাদেশে অনেক তীর্থস্থান রয়েছে। চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড, মহেশখালী আদিনাথের মন্দির, গোপালগঞ্জের ওরাকান্দি, নারায়ণগঞ্জের লাঙ্গলবন্দ, বারদীর লোকনাথ মন্দির, নোয়াখালীর রামঠাকুরের সমাধিস্থল, যশোরের লোহাগড়া, পাবনায় হিমাইতপুর, সুনামগঞ্জ তাহিরপুরের পণ্ডাতীর্থ, শ্রীহট্টের যুগলটিলা প্রভৃতি।

তীর্থদর্শনে মন পবিত্র হয়, পুণ্যলাভ হয়। এছাড়া অশান্ত মন শান্ত হয়, সকল দুঃখ দূর হয় এবং পরকালে সদ্‌গতি হয়। ঐতিহাসিক তীর্থস্থান ভ্রমণে জ্ঞানের পরিধি বাড়ে, মনের প্রসারতা বাড়ে, উদারতা বাড়ে, সংকীর্ণতা দূর হয়। ফলে মনে স্বস্তি আসে। তীর্থস্থান ভ্রমণের ফলে মহাপুরুষদের জীবন আচরণের নির্দশন মনকে ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করে। এ কারণে তীর্থদর্শনের প্রভাবে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আসে।

প্রশ্ন ৭ ▸ চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪

মাধবীদের গ্রামের বাড়িতে ফাল্গুনী পূর্ণিমার বিশেষ তিথিতে এক উৎসবের আয়োজন করা হয়। গ্রামবাসীরা গুড়া রং মাখামাখি করে আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে। উৎসবে 'বুড়ির ঘর' পুড়িয়ে প্রতীকী অনুষ্ঠান পালন করা হয়। অন্যদিকে, মাধুরীদের বাড়ির সামনের মন্দিরে কয়েক দিনব্যাপী চলে এ অনুষ্ঠানটি। অনেক দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তগণ এসে যোগ দেয় এ অনুষ্ঠানে। রাম ও কৃষ্ণের নাম বারবার উচ্চারিত হতে থাকে এ অনুষ্ঠানে।

ক. সংক্রান্তি কাকে বলে? ১

খ. কোন ধর্মাচারের মাধ্যমে মনের কালিমা মুছে সারা পৃথিবীকে আলোকিত করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মাধবীদের গ্রামের বাড়িতে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটি তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মাধুরীদের বাড়ির সামনের মন্দিরে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটির পারিবারিক ও সামাজিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৫ ও ৬

ক বাংলা মাসের শেষ দিনকে সংক্রান্তি বলা হয়।

খ দীপাবলি নামক ধর্মাচারের মাধ্যমে মনের কালিমা মুছে সারা পৃথিবীকে আলোকিত করা যায়।

শ্যামা বা কালীপূজার দিন রাতে অনুষ্ঠিত হয় 'দীপাবলি' উৎসব। প্রদীপ জ্বালিয়ে অন্ধকার দূর করা হয়। সচেতনতার আলো জ্বালিয়ে মনের অজ্ঞানতার মোহান্ধকার দূর করার প্রতীক হিসেবে এই দীপাবলি উৎসব। সকল কুসংস্কার বা মনের কালিমা প্রদীপের আগুনে পুড়িয়ে জ্ঞানের আলোকে সারা বিশ্ব আলোকিত হোক– এ ব্রত নিয়েই দীপাবলি উৎসব পালন করা হয়।

গ মাধবীদের গ্রামের বাড়িতে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটি হলো দোলযাত্রা।

ফাল্গুনি পূর্ণিমার (দোলপূর্ণিমা) দিন রাধা কৃষ্ণকে দোলায় রেখে আবির, কুঙ্কুমে রাঙিয়ে পূজা করা হয়। তাদের পূজা দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে রং বা আবির মাখিয়ে সকলে আনন্দ করে। এ পূজার

আগের দিন অর্থাৎ ফাল্গুনি শুক্লা চতুর্দশীর দিন 'বুড়ির ঘর' বা 'মেড়া' পুড়িয়ে অমঙ্গলকে দূর করার প্রতীকী অনুষ্ঠান করা হয়। অনেক স্থানে এ সময় সমস্বরে বলা হয়– 'আজ আমাদের নেড়া পোড়া, কাল আমাদের দোল, পূর্ণিমাতে বলো সবাই, বলো হরিবোল।'

এটি মূলত বৈষ্ণবীয় উৎসব। এ ফাল্গুনি পূর্ণিমা বা দোলপূর্ণিমার দিন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ আবির নিয়ে রাধিকা ও অন্য গোপীগণের সাথে রং খেলায় মেতেছিলেন। সে ঘটনা থেকেই এ দোলখেলার প্রবর্তন। একে বসন্ত উৎসবও বলা যায়। দোলপূর্ণিমার দিন দোলযাত্রা উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে গান, মেলা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। দোলযাত্রার দিন সকাল থেকেই শত্রু-মিত্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে বিভিন্ন প্রকার রং নিয়ে খেলায় মত্ত হয়ে বিভেদ ভুলে যায়। সকলেই হয়ে যায় একাত্ম।

উদ্দীপকে মাধবীদের গ্রামে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটিতেও রং মাখামাখি হয়, বুড়ির ঘর পুড়িয়ে প্রতীকী অনুষ্ঠানটি পালিত হয়। তাই মাধবীদের অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটি হলো দোলযাত্রাকেই নির্দেশ করে।

ঘ মাধুরীদের বাড়ির সামনের মন্দিরে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটি হলো নামযজ্ঞ অনুষ্ঠান। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে এ নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম।

নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করা হয়। বিভিন্ন সুরে, ছন্দে, তালে কৃষ্ণনাম এবং রামনাম কীর্তন করা হয়। এ অনুষ্ঠান উপলক্ষে মন্দির বা নামযজ্ঞানুষ্ঠান স্থানটি পবিত্র রাখা হয়। এ অনুষ্ঠানটি স্থান, সময় এবং আয়োজনের পরিধিভেদে কয়েক প্রহরব্যাপী হয়ে থাকে। তিন ঘণ্টায় এক প্রহর ধরা হয়। হিন্দুরা বিশ্বাস করে শ্রীহরির নাম নিলে বা শুনলে পুণ্য লাভ হয়। দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পায়। আর এ বিশ্বাস নিয়েই মানুষ বহুদূর থেকে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।

এই নামযজ্ঞের অনুষ্ঠান মানুষের মিলনমেলায় পরিণত হয়। ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সবাই একাত্ম হয়ে যায়। পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়। আমাদের পরিবার ও সমাজজীবন সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হলে নামযজ্ঞের মতো ধর্মানুষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম।

উদ্দীপকের মাধুরীদের বাড়ির সামনের মন্দিরে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটিতেও রাম ও কৃষ্ণের নাম বারবার উচ্চারিত হতে থাকে এবং তাতে অংশগ্রহণ করতে দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তগণ আসেন। ওপরের বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত অনুষ্ঠানটি যে নামযজ্ঞানুষ্ঠান তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। পাশাপাশি এ কথাও নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এ ধরনের অনুষ্ঠান পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ৮ ▸ সিলেট বোর্ড ২০২৪

চিত্র-১

চিত্র-২

ক. ধর্মাচার কাকে বলে? ১

খ. কোন ধর্মাচারটি বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক মহোৎসব? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-১-এর অনুষ্ঠানটির ধারণা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. চিত্র-২-এর অনুষ্ঠানটি একদিকে উৎসব অন্যদিকে ব্যবসায়িক গুরুত্ব বহন করে। উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৫ ও ৬

ক জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে সমস্ত মাঙ্গলিক আচার-অনুষ্ঠান ধর্মনীতির সাথে সম্পর্কিত সেগুলোকেই ধর্মাচার বলা হয়।

খ বর্ষবরণ ধর্মাচারটি বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক মহা উৎসব।

বাংলা সনের প্রথম দিন নতুন বছরকে বরণ করার মাধ্যমে এ উৎসব পালন করা হয়। এটি ধর্মীয় অনুভূতির পাশাপাশি পেয়েছে সার্বজনীনতা। এদিন বিভিন্ন পূজা, মিষ্টি খাওয়া, ভাব বিনিময় ও হালখাতাসহ নানা প্রকার অনুষ্ঠান করা হয়। বর্ষবরণ ও চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে পাহাড়ি অঞ্চলের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব 'বৈসাবি' পালন করে। বর্ষবরণ উৎসব আজ বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক মহা উৎসব।

গ চিত্র-১ এর অনুষ্ঠানটি হলো রাধাকৃষ্ণের দোলযাত্রা। ফাল্গুনী পূর্ণিমার (দোলপূর্ণিমা) দিন রাধাকৃষ্ণকে দোলায় রেখে আবীর, কুঙ্কুমে রাঙিয়ে পূজা করা হয়। এটি মূলত বৈষ্ণবীয় উৎসব। এই ফাল্গুনী বা দোল পূর্ণিমার দিন বৃন্দাবনে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আবীর নিয়ে রাধিকা ও অন্যান্য গোপীগণের সাথে রং খেলায় মেতেছিলেন। সে ঘটনা থেকেই এ দোল খেলার প্রবর্তন। একে বসন্ত উৎসবও বলা হয়। আমরা চিত্র-১ এ রাধাকৃষ্ণসহ গোপীগণের অত্যন্ত সুন্দর ছবি দেখতে পাচ্ছি। তাই উপরে বর্ণিত ব্যাখ্যার মাধ্যমে নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি যে, চিত্র-১ এর অনুষ্ঠানটি রাধাকৃষ্ণের দোলযাত্রা।

এছাড়া এ পূজার আগের দিন অর্থাৎ ফাল্গুনী শুক্লা চতুর্দশীর দিন 'বুড়ির ঘর' বা 'মেড়া' পুড়িয়ে অমঙ্গলকে দূর করার প্রতীকী অনুষ্ঠান করা হয়। অনেক স্থানে এ সময় সমস্বরে বলা হয় 'আজ আমাদের নেড়া পোড়া, কাল আমাদের দোল, পূর্ণিমাতে বলো সবাই, বলো হরিবোল।' দোলপূর্ণিমার দিন দোলযাত্রা উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে গান, মেলা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। দোলযাত্রা উৎসবের দিন সকাল থেকেই শত্রু-মিত্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে বিভিন্ন প্রকার রং নিয়ে খেলায় মত্ত হয়ে বিভেদ ভুলে যায়। সকলেই হয়ে যায় একাত্ম। এটাই দোলযাত্রার সার্বজনীনতা। বাংলার বাইরে এটি হোলি উৎসব নামে পরিচিত। তাই দেখা যাচ্ছে যে, দোলযাত্রা উৎসবটির অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে যা আমাদের সমাজকল্যাণে এবং মানবকল্যাণে ভূমিকা পালন করে থাকে।

ঘ চিত্র-২ এর অনুষ্ঠানটি হলো শ্রী শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা। এই রথযাত্রা অনুষ্ঠানটি একদিকে উৎসব অন্যদিকে ব্যবসায়িক গুরুত্ব বহন করে। নিচে এ উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হলো :

হিন্দুদের ধর্মানুষ্ঠানগুলোর মধ্যে রথযাত্রা অন্যতম একটি পর্ব। মূলত এটি একটি ধর্মীয় উৎসব হলেও বর্তমান সময়ে এটি একটি সর্বজনীন উৎসব হিসেবে রূপলাভ করেছে। এ সময়ে রথ নামক চাকাওয়ালা একটি যানে তিনজন দেবতা– জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা অধিষ্ঠিত থাকেন। ভক্তরা এ তিন দেবতার যানটিকে নির্দিষ্ট দেবালয় বা মন্দির থেকে টেনে অন্য একটি মন্দিরে বা বারোয়ারি তলায় নিয়ে রাখে। আবার ঠিক নয়দিন পর অর্থাৎ একাদশীর দিন পূর্বের স্থানে ফিরিয়ে আনা হয়। মূলত দেবতা শ্রী শ্রী জগন্নাথদেবের স্মরণে এ অনুষ্ঠানটি করা হয়। রথের সময় ভগবান ভক্তের কাছে নেমে আসেন। এখানে জাতি-বর্ণের কোনো বিভেদ থাকে না। সবাই একত্রে রশি ধরে রাখে যা সাম্যের শিক্ষা দেয়। এ সময় ভগবান তার ভক্তদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করে কল্যাণ সাধন করেন। রথযাত্রা উপলক্ষে নয় দিনব্যাপী বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। দেশের প্রতিটি অঞ্চলে এ মেলা পালিত হয়। এসব মেলায় বিভিন্ন ধর্মের বিক্রেতারা নানা ধরনের পণ্যদ্রব্য বিক্রির আয়োজন করে। ছোটদের খেলনা, মেয়েদের শাড়ি-চুড়িসহ বাহারি পণ্যের দোকান বসে। মেলায় নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আবার অনেক সময় যাত্রাপালারও আয়োজন করা হয়।

পাঠ্যবই অনুযায়ী উপরের বর্ণনা থেকে আমরা খুব সহজেই উপলব্ধি করতে পারি যে, রথযাত্রা অনুষ্ঠানটি একদিকে উৎসব এবং অন্যদিকে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ৯ ▸ বরিশাল বোর্ড ২০২৪

বীণা সারা বছরই কোনো না কোনো আচার-অনুষ্ঠান করে থাকে। এসব আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সে জীবনটাকে আনন্দময় ও কল্যাণময় করে গড়ে তোলে। এগুলোর মধ্যে কিছু আছে ধর্মাচার, আবার কিছু আছে ধর্মানুষ্ঠান, যা জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সাম্যের শিক্ষা দেয়।

ক. দীপাবলি কাকে বলে? ১
খ. নবান্ন উৎসব কেন করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বীণার ধর্মাচারের গুরুত্ব অধিক' —পাঠ্যের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'বীণার ধর্মানুষ্ঠানটি সাম্যের শিক্ষা দেয়' —তোমার পঠিত বিষয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৪ ও ৬

ক শ্যামা পূজা বা কালীপূজার দিন রাতে প্রদীপ জ্বালিয়ে যে উৎসব পালন করা হয়, তাকে দীপাবলি বলে।

খ 'নব' ও 'অন্ন' এই দুটি শব্দ নিয়ে গঠিত হয় 'নবান্ন'। যার অর্থ নতুন ভাত।

হেমন্তকালের অগ্রহায়ণ মাসে নতুন ধানের চাল দিয়ে তৈরি ভাত, নানা রকম পিঠা প্রভৃতি দিয়ে যে মাঙ্গলিক উৎসব করা হয়, তার-ই নাম নবান্ন উৎসব। এটি একটি ঋতুভিত্তিক অনুষ্ঠান। এদিন শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রী শ্রী লক্ষ্মীর পূজা দেওয়া হয়।

গ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বীণার ধর্মাচারের গুরুত্ব অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। ধর্মাচারের মধ্যে থাকে মাঙ্গলিক কর্মের নির্দেশ।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে সমস্ত মাঙ্গলিক আচার-অনুষ্ঠান ধর্মনীতির সাথে সম্পর্কিত সেগুলোই ধর্মাচার। যেমন— সংক্রান্তি, গৃহপ্রবেশ, রাখীবন্ধন, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, দীপাবলি, বর্ষবরণ নবান্ন ইত্যাদি। আর ঈশ্বর, দেব-দেবীর স্তুতি, প্রশংসা করে যে সকল ধর্মানুষ্ঠান করা হয় তাই ধর্মানুষ্ঠান। ধর্মাচার ধর্মীয় বিধিবিধান দ্বারা অনুমোদিত। এবং ধর্মানুষ্ঠানে ধর্মাচার পালন করা হয়। ধর্মাচার মূলত জীবনটাকে কল্যাণময়, সুখময়, মঙ্গলময় ও আনন্দময় করে গড়ে তোলে। যা আমরা উদ্দীপকের বীণা দেবীর মধ্যেও খেয়াল করি।

ব্যক্তি, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ধর্মাচারের গুরুত্ব অপরিসীম। ধর্মাচার বা ধর্মনীতি মানুষকে ভদ্র, নম্র ও শিষ্ট করে তোলে। মানবিক মূল্যবোধের এ নীতি অনুসরণ করে ধর্মাচার পালিত হয়; ফলে সকলের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়। আবার ধর্মানুষ্ঠান ছাড়া ধর্মাচার তেমন ফলপ্রসূ হয় না। যা ধর্মানুষ্ঠান পালনে আগ্রহী করে তোলে। ধর্মাচারের মাধ্যমে সমাজ ও পারিবারিক জীবনের বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়। সম্প্রীতি ও ঐক্য গড়ে ওঠে। সকলের প্রতি বিনয়ীভাব প্রদর্শন করতে শেখে। বিভিন্ন ধর্মাচার থেকে পরিবার ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষালাভ করে।

সুতরাং বলা যায়, ব্যক্তি, পরিবার ও সামাজিক জীবন পরিচালনা করতে ধর্মাচার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ বীণা যে ধর্মানুষ্ঠানটি পালন করে তার মধ্যে রথযাত্রার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যা আমাদের সাম্যের শিক্ষা দেয়।

হিন্দুদের ধর্মানুষ্ঠানগুলোর মধ্যে রথযাত্রা অন্যতম। মূলত এটি হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব হলেও বর্তমানে সর্বজনীন উৎসব হিসেবে রূপলাভ করেছে। রথযাত্রায় রথ নামক একটি চাকাওয়ালা যানে তিনজন দেবতা জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা অধিষ্ঠিত থাকেন। ভক্তরা এ তিন দেবতার যানটিকে নির্দিষ্ট দেবালয় বা মন্দির থেকে রশি দিয়ে টেনে অন্য একটি নির্দিষ্ট মন্দির বা বারোয়ারি তলায় নিয়ে যায়। আবার নয় দিন পর অর্থাৎ একাদশীর দিন পূর্বের স্থানে নিয়ে আসে। রথের সময় ভগবান ভক্তের কাছে নেমে আসেন। সবাই একত্রে রথের রশি ধরে। কে ধনী, কে গরিব, উঁচু-নীচু, ছোট-বড়, সাদা-কালো, ভালো-খারাপ কোনো প্রভেদ থাকে না। জাতি-বর্ণের বিভেদ ভুলে গিয়ে একে অপরের সাথে মিলেমিশে একাত্ম হয়ে যায়। ফলে মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় হয়। সকলে একটি ঐকমত্যে গিয়ে উৎসব পালন করে। যার ফলে একটি সাম্য অবস্থা বিরাজ করে। তাছাড়া আরও একটি মাহাত্ম্যপূর্ণ বিষয় হলো, ভগবান জগন্নাথদেব এতই দয়ালু যে, ভক্তদের স্বচক্ষে অবলোকন করার জন্য তিনিই স্বয়ং পথে নামেন সকল ভক্তের দুঃখ-দুর্দশা দূর করেন এবং ভক্তদের কৃপা করে থাকেন। ভক্ত আর ভগবানের সরাসরি মিলনের ফলে যেন আরও মাধুর্যপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি করে। এছাড়াও নয় দিনব্যাপী বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠান হয় ও মেলা বসে। এর মাধ্যমে মানুষ অর্থনৈতিকভাবেও স্বাবলম্বী হয়।

তাই বলা যায়, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে রথযাত্রার গুরুত্ব অপরিসীম। রথযাত্রা আমাদের সাম্যের আদর্শে মহীয়ান হওয়ার শিক্ষা দেয়।

প্রশ্ন ১০ ▸ দিনাজপুর বোর্ড ২০২৪

তথ্যসূত্র-১ : সাগরের মা বর্ষাকালে এক বিশেষ তিথিতে পুরীতে দেবতা দর্শনে গিয়েছিলেন। তিনি দেখলেন, সেখানে অনেক লোকের সমাগমে এক বিশাল উৎসব পালিত হচ্ছে।

তথ্যসূত্র-২ : সজীবের মা দেব-দেবীর অধিষ্ঠিত স্থান দর্শনের জন্য বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেন।

ক. ধর্মানুষ্ঠান কাকে বলে? ১
খ. কিসের মাধ্যমে ভাই-বোনের মধ্যে মধুর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. তথ্যসূত্র-১ পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তথ্যসূত্র-২-এর গুরুত্ব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৫ ও ৭

ক ঈশ্বর, দেব-দেবীর স্তব-স্তুতি, প্রশংসা করে যেসব ধর্মানুষ্ঠান করা হয়, তা-ই ধর্মানুষ্ঠান।

খ রাখী বন্ধনের মাধ্যমে ভাই-বোনের মধ্যে মধুর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। 'রাখী' কথাটি রক্ষা শব্দ থেকে উৎপন্ন। হিন্দু ধর্মাচারের মধ্যে রাখীবন্ধন অন্যতম। এদিন বোনেরা তাদের ভাইদের হাতে রাখী নামে একটি পবিত্র সুতা বেঁধে দেয়। ভাই-বোনের মধ্যকার আজীবন ভালোবাসার প্রতীক বহন করে এই রাখীবন্ধন। নিজের ভাই ছাড়াও আত্মীয় ও অনাত্মীয় ভাইদের হাতেও রাখী পরানো হয় এবং এতে ভাই-বোনের মধ্যে মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

গ তথ্যসূত্র-১-এ রথযাত্রার কথা বলা হয়েছে।

হিন্দুদের ধর্মানুষ্ঠানগুলোর মধ্যে রথযাত্রা অন্যতম পর্ব। আষাঢ় মাসের শুক্লা-দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রা শুরু হয়। এ রথযাত্রা শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা নামেই পরিচিত। উড়িষ্যার পুরীতে জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। রথ হলো চাকাওয়ালা একটি যান। এখানে তিনজন দেবতা জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা অধিষ্ঠিত থাকেন। ভক্তগণ এ তিন দেবতার যানটিকে একটি নির্দিষ্ট মন্দির বা বারোয়ারি তলায় নিয়ে রেখে আসেন। এরপর ঠিক নবম দিন অর্থাৎ একাদশীর দিন সে স্থান থেকে টেনে পুনরায় পূর্বের নির্দিষ্ট স্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এ রথযাত্রা উপলক্ষে নয় দিনব্যাপী বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্দীপকে তথ্যসূত্র-১-এ সাগরের মা বর্ষাকালে এক বিশেষ তিথিতে পুরীতে দেবতা দর্শনে গিয়েছিলেন। তিনি দেখলেন, সেখানে অনেক লোকের সমাগমে এক বিশাল উৎসব পালিত হচ্ছে। উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, তথ্যসূত্র-১ এর উৎসবটি হলো রথযাত্রা।

ঘ তথ্যসূত্র-২-এ তীর্থ দর্শনের উল্লেখ রয়েছে। মানবজীবনে তীর্থ দর্শনের গুরুত্ব অপরিসীম।

স্বয়ং ভগবান কিংবা তাঁর অবতারের আবির্ভাব স্থানকে বলা হয় পুণ্যস্থান। কোনো দেবালয়ের স্থানও পুণ্যস্থান আর পুণ্যস্থানকে বলা হয় তীর্থস্থান। তীর্থস্থান ভ্রমণ করা একটি পুণ্যকর্ম। ধর্ম পালন

করার মতো তীর্থ দর্শন করাও একটি পবিত্র কর্তব্য। তীর্থদর্শনে মন পবিত্র হয়, অশান্ত মন শান্ত হয়। দুঃখ দূর হয়। পুণ্যলাভ হয়। পরকালে সদ্গতি হয়। এছাড়াও ঐতিহাসিক তীর্থস্থান ভ্রমণে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়। মনের প্রসারতা বাড়ে। সংকীর্ণতা দূর হয়, উদারতা বৃদ্ধি পায়। মনে আসে মুক্তি। মহাপুরুষদের জীবনাচরণের নিদর্শন মনকে ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করে।

উদ্দীপকে তথাসূত্র-২-এ সজীবের মা দেব-দেবী অধিষ্ঠিত স্থান দর্শনের জন্য বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেন। অর্থাৎ তিনি তীর্থস্থান ভ্রমণ করেন। এতে করে সজীবের মায়ের মনে প্রশান্তি আসে, দুঃখ দূর হয়। কাজেই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মানবজীবনে তীর্থ দর্শনের গুরুত্ব অধিক।

প্রশ্ন ১১ ▸ ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৪

রূপা প্রতিবছর শ্রাবণ মাসের এক বিশেষ তিথিতে ভাইদের মঙ্গলার্থে হাতে পবিত্র সুতো বেঁধে দেয়, এতে ভাই-বোনদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক স্থাপন হয়। অপরদিকে, সুমন অশান্ত মনের দুঃখ দূর করার জন্য বারুণী স্নানে সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুরে যায়। সেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম ঘটে।

ক. সংক্রান্তি কাকে বলে? ১

খ. 'বর্ষবরণ বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ' —ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রূপার পালনকৃত ধর্মাচারটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. তীর্থ ভ্রমণে সুমনের জীবনে যে গুরুত্ব ও প্রভাব প্রতিফলিত হয়, তা পাঠ্যের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৩ ও ৭

ক বাংলা মাসের শেষ দিনকে বলা হয় সংক্রান্তি।

খ বাংলা সনের প্রথম দিন নতুন বছরকে বরণ করার মাধ্যমে এ বর্ষবরণ উৎসব পালন করা হয়। এটি ধর্মীয় অনুভূতির পাশাপাশি পেয়েছে সর্বজনীনতা। তাই বর্ষবরণ উৎসব আজ বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক মহা উৎসব। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই বর্ষবরণ উৎসব পালন করে। এদিন বিভিন্ন পূজা, মিষ্টি খাওয়া, ভাব বিনিময় ও হালখাতাসহ নানা প্রকার অনুষ্ঠান করা হয়। আর এ কারণেই বর্ষবরণ অনুষ্ঠানকে বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

গ রূপার পালনকৃত ধর্মাচারটি হলো রাখীবন্ধন।

'রাখী' কথাটি রক্ষা শব্দ থেকে উৎপন্ন। হিন্দু ধর্মাচারের মধ্যে রাখীবন্ধন অন্যতম। এদিন বোনেরা তাদের ভাইদের হাতে রাখী নামে একটি পবিত্র সুতা বেঁধে দেয়। ভাই-বোনের মধ্যকার আজীবন ভালোবাসার প্রতীক বহন করে এই রাখীবন্ধন। নিজের ভাই ছাড়াও আত্মীয় ও অনাত্মীয় ভাইদের হাতেও রাখী পরানো হয় এবং এতে ভাই-বোনের মধ্যে মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এ পর্বটি পালন করা হয় বিধায় এদিনটি রাখী পূর্ণিমা নামে পরিচিত। উদ্দীপকের রূপাও প্রতিবছর শ্রাবণ মাসের এক বিশেষ তিথিতে ভাইদের মঙ্গলার্থে হাতে পবিত্র সুতা বেঁধে দেয়। এতে ভাই-বোনদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

ঘ তীর্থ ভ্রমণে সুমনের জীবনে যে গুরুত্ব ও প্রভাব প্রতিফলিত হয়, তা নিচে পাঠ্যের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো—

উদ্দীপকের সুমন অশান্ত মনের দুঃখ দূর করার জন্যে বারুণী স্নানে সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুরে যায়। তীর্থ দর্শনে সুমনের জীবনের অনেক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। কারণ আমাদের জীবনে তীর্থ দর্শনের গুরুত্ব অপরিসীম। স্বয়ং ভগবান কিংবা তার অবতারের আবির্ভাব স্থানকে পুণ্যস্থান বলা হয়। কোনো দেবালয়ের স্থানও পুণ্যস্থান আর পুণ্যস্থানকে বলা হয় তীর্থস্থান। এগুলো ঐতিহাসিক স্থান বলেও আখ্যায়িত। তীর্থস্থান ভ্রমণ একটি পুণ্য কর্ম। ধর্ম পালন করার মতো তীর্থ দর্শন করাও একটি পবিত্র কর্তব্য। তীর্থ দর্শনে মন পবিত্র হয়, অশান্ত মন শান্ত হয়। দুঃখ দূর হয়। পুণ্য লাভ হয়, পরকালে সদ্গতি হয়। এছাড়াও ঐতিহাসিক তীর্থস্থান ভ্রমণে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়। মনের প্রসারতা বাড়ে। সংকীর্ণতা দূর হয়, উদারতা বৃদ্ধি পায়, মনে আসে মুক্তি। মহাপুরুষদের জীবনাচরণের নিদর্শন মনকে ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করে।

সুতরাং বলা যায়, তীর্থ ভ্রমণ সুমনের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে।

প্রশ্ন ১২ ▸ ঢাকা বোর্ড ২০২৩

নীলাদের গ্রামের মন্দিরে আষাঢ় মাসে শুক্লা দ্বিতীয়াতে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছে। অনুষ্ঠানটি সফল করার জন্য চাকা লাগানো একটি গাড়ি ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়। গাড়িতে দড়ি বেঁধে ছোটবড় সকলে মিলে টেনে এক মন্দির থেকে অন্য মন্দিরে নিয়ে যায়। গাড়িতে তিনটি দেবতার বিগ্রহ থাকে। অপরদিকে, কবিতা মনের কষ্ট লাঘবের জন্য বিভিন্ন পবিত্র জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। পবিত্র স্থানগুলো মানুষের দ্বারা সৃষ্টি হয়নি। পাহাড়, পর্বত, বড় বড় গাছের নিচে, নদীর কূলে এ পবিত্র স্থান গড়ে উঠেছে। এসব স্থান ঘুরলে মনে শান্তি আসে এবং পরিবারের মঙ্গল হয়।

ক. ধর্মাচার কাকে বলে? ১

খ. কোন ধর্মাচারের মাধ্যমে শিশুরা আনুষ্ঠানিকভাবে লেখাপড়ার জগতে প্রবেশ করে? ২

গ. নীলাদের গ্রামের মন্দিরে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের কবিতা যে পবিত্র স্থান দর্শনের ইঙ্গিত দিয়েছে তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৫ ও ৭

ক যে সমস্ত আচার-আচরণ আমাদের জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণময় করে তোলে তাকে ধর্মাচার বলে।

খ হাতে খড়ি ধর্মাচারের মাধ্যমে শিশুরা আনুষ্ঠানিকভাবে লেখাপড়ার জগতে প্রবেশ করে। সরস্বতী পূজার দিন শিশুদের শিক্ষাজীবনে প্রবেশের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় 'হাতেখড়ি' অনুষ্ঠান। পুরোহিত কিংবা পছন্দনীয় গুরুজনের কাছে কলাপাতায় খাগ দিয়ে লিখে অথবা পাথরে খড়িমাটি দিয়ে লিখে শিশুরা লেখাপড়ার জগতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশ করে।

গ নীলাদের গ্রামের মন্দিরে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটি হচ্ছে রথযাত্রা। পরিবার ও সমাজজীবনে এ অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব অপরিসীম।

রথযাত্রা মূলত একটি ধর্মীয় উৎসব হলেও বর্তমান সময়ে এটি একটি সর্বজনীন উৎসব হিসেবে রূপলাভ করেছে। এ সময়ে রথ নামক চাকাওয়ালা একটি যানে তিনজন দেবতা— জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা অধিষ্ঠিত থাকেন। ভক্তরা এ তিন দেবতার যানটিকে নির্দিষ্ট দেবালয় থেকে টেনে অন্য একটি মন্দিরে বা বারোয়ারি তলায় নিয়ে রাখে। আবার ঠিক নয়দিন পর পূর্বের স্থানে ফিরিয়ে আনা হয়। মূলত দেবতা শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের স্মরণে এ অনুষ্ঠানটি করা হয়। রথের সময় ভগবান ভক্তের কাছে নেমে আসেন। এখানে জাতি বর্ণের কোনো বিভেদ থাকে না। সবাই একত্রে রশি ধরে রাখে যা সাম্যের শিক্ষা দেয়। উদ্দীপকে বর্ণিত নীলাদের গ্রামের মন্দিরে আষাঢ় মাসে শুক্লা দ্বিতীয়াতে একটি অনুষ্ঠান সফল করার জন্য চাকা লাগানো একটি গাড়ি ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়। গাড়িতে দড়ি বেঁধে ছোট বড় সকলে মিলে টেনে এক মন্দির থেকে অন্য মন্দিরে নিয়ে যায়। গাড়িতে তিনটি দেবতার বিগ্রহ থাকে। এসব তথ্য থেকেই বলা যায়, নীলাদের গ্রামের মন্দিরে অনুষ্ঠিত রথযাত্রা অনুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়।

ঘ উদ্দীপকে কবিতা যে পবিত্র স্থান দর্শনের ইঙ্গিত দিয়েছে তা হচ্ছে তীর্থস্থান। হিন্দুধর্মাবলম্বীদের নিকট তীর্থস্থান বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

তীর্থস্থানের অপর নাম পুণ্যস্থান। এসব স্থানে স্বয়ং ভগবান কিংবা তার অবতারের আবির্ভাব ঘটেছে। এগুলোকে ঐতিহাসিক স্থানও বলা যায়। এসব স্থানে যে সকল অবতাররূপে মহাপুরুষগণ বসবাস করেছেন তারা সবসময় মানব কল্যাণে নিয়োজিত থেকেছেন। তীর্থস্থান দর্শনে গেলে এ মহাপুরুষদের জীবনাদর্শ জানা যায়। তখন নিজের মধ্যে আত্মোপলব্ধি সৃষ্টি হয়। মনের উদারতা বৃদ্ধি পায়। এসব জানার পর নিজের মনও ভালো কাজে উন্মুখ হয়। তাছাড়া ধর্মপালন করার মতো তীর্থদর্শনও একটি পবিত্র কর্তব্য। তীর্থদর্শনে মন পবিত্র হয়। অশান্ত মন শান্ত হয়। ঐতিহাসিক তীর্থস্থান ভ্রমণ করলে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়। অনেক অজানা জিনিসও জানা যায়। তীর্থস্থানে বিভিন্ন বর্ণের ও ধর্মের মানুষ সমবেত হয়। এ সকল মানুষের সাথে মিশলে মনের সংকীর্ণতা দূর হয়। তীর্থস্থানে গেলে মানুষের মন কোমল হয় এবং তখন ঈশ্বরের দর্শনের আশায় মানবের কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দিতে ইচ্ছা হয়। উদ্দীপকের কবিতাও তার মনের কষ্ট লাঘবের জন্য বিভিন্ন পবিত্র জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। কেননা এসব স্থানে ঘুরলে মনে শান্তি আসে এবং পরিবারের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হয়।

প্রশ্ন ১৩ ▸ ঢাকা বোর্ড ২০২৩

শোভন ফাল্গুনি পূর্ণিমায় একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানটিতে ছোটবড় সকলে মিলে একে অন্যকে গুঁড়া রং মাখামাখি করে। অকল্যাণকে দূর করার জন্য পূজার আগের দিন বুড়ির ঘর পুড়িয়ে প্রতীকী অনুষ্ঠান করা হয়। অন্যদিকে, আকাশদের বাড়ির সামনের মন্দিরে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান চলছে। অনুষ্ঠানটিতে সকল ধরনের লোকজন দূরদূরান্ত থেকে আসছে। অনুষ্ঠানে সবসময় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের নাম জপ হচ্ছে। মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে মন্দিরের মাঠ।

ক. সংক্রান্তি কাকে বলে? ১

খ. কোন ধর্মাচারের মাধ্যমে সকল বিশ্বকে আলোকিত করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. শোভন যে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আকাশদের বাড়ির সামনের মন্দিরে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে কী জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব? সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৫

ক বাংলা মাসের শেষ দিনকে সংক্রান্তি বলে।

খ শ্যামা বা কালীপূজার আগের দিন সন্ধ্যার সময় দীপাবলি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে অন্ধকার দূর করা অর্থাৎ চেতনার আলো জ্বালিয়ে মনের অজ্ঞানতার মোহান্ধকার দূর করার প্রতীক হিসেবেই এ দীপাবলি উৎসবের আয়োজন করা হয়। এ উৎসবের মধ্য দিয়ে সকল কুসংস্কার প্রদীপের আগুনে পুড়িয়ে জ্ঞানের আলোকে সারা ব্রহ্মাণ্ড আলোকিত করার ব্রত নিয়েই দীপাবলি উৎসব পালন করা হয়।

গ শোভন যে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে তা হচ্ছে দোলযাত্রা। এ দোলযাত্রার মাধ্যমে 'বুড়ির ঘর' বা 'মেড়া' পুড়িয়ে সকল অকল্যাণ বা অমঙ্গলকে দূর করা হয়।

ফাল্গুনি পূর্ণিমার দিন রাধা-কৃষ্ণকে দোলায় রেখে আবীর, কুমকুমে রাঙিয়ে পূজা করা হয়। তাদের পূজা দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে রং বা আবীর মাখিয়ে আনন্দ করা হয়। এ পূজার আগের দিন 'বুড়ির ঘর' বা 'মেড়া' পুড়িয়ে অমঙ্গলকে দূর করার বা ধ্বংসে করার প্রতীকী অনুষ্ঠান করা হয়। অনেক জায়গায় এ সময় সমস্বরে বলা হয় 'আজ আমাদের নেড়া পোড়া, কাল আমাদের দোল, পূর্ণিমাতে চাঁদ উঠেছে বল হরিবোল। দোলযাত্রার দিন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ আবীর নিয়ে রাধিকা ও অন্য গোপীদের সাথে রং খেলায় মেতেছিলেন। সে ঘটনা থেকেই এ দোল খেলার প্রবর্তন।

উদ্দীপকে শোভন ফাল্গুনি পূর্ণিমায় একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। ছোটবড় সকলে মিলে একে অন্যকে রং মাখামাখি করে। তাছাড়া অকল্যাণকে দূর করার জন্য পূজার আগের দিন 'বুড়ির ঘর' পুড়িয়ে প্রতীকী অনুষ্ঠান করে। তার এ উৎসব দোলযাত্রারই দৃষ্টান্ত।

ঘ আকাশদের বাড়ির সামনে মন্দিরে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটি হচ্ছে নামযজ্ঞ। এ অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব বলে আমি মনে করি।

নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্রের পূজা করা হয়। বিভিন্ন সুরে, ছন্দে, তালে কৃষ্ণনাম এবং রামনাম কীর্তন করা হয়। হিন্দুরা বিশ্বাস করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম নিলে তিনি খুশি হন। এতে আমাদের পুণ্য হয়। এজন্য ভক্তরা জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে শ্রীকৃষ্ণের নামযজ্ঞানুষ্ঠানে একত্রিত হয়ে বিভিন্ন সুরে, ছন্দে, তালে কৃষ্ণনাম জপ করে এবং কৃষ্ণনামের কীর্তন করে। যার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় উদ্দীপকে আকাশদের বাড়ির সামনে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

এরূপ নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার মাধ্যমে মানুষ দুঃখ-কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে। এছাড়া সামাজিকভাবেও নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানটি তাৎপর্য বহন করে। এ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মানুষ দূরদূরান্ত থেকে আসে একই উদ্দেশ্য নিয়ে। যার ফলে মানুষের মধ্যে মিলনমেলা তৈরি হয়। নানা জাতি-বর্ণের মানুষ সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একাত্ম হয়ে যায়। একে অপরের সাথে মনের দুঃখ-সুখের বিনিময় করে। ফলে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হওয়ার পাশাপাশি জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠে।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, নামযজ্ঞের মাধ্যমে যে সামাজিক বন্ধন ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়, তার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠা সম্ভব।

প্রশ্ন ১৪ ▸ রাজশাহী বোর্ড ২০২৩

চিত্র-১

চিত্র-২

ক. নবান্ন কাকে বলে? ১

খ. বাংলা মাসের শেষ দিনকে কী বলে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-১ এর বিষয়টি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. চিত্র-২ এর অনুষ্ঠানটির পারিবারিক ও সামাজিক গুরুত্ব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৫ ও ৬

ক হেমন্তকালের অগ্রহায়ণ মাসে নতুন ধানের চাল দিয়ে তৈরি ভাত, নানা রকম পিঠা প্রভৃতি দিয়ে যে মাঙ্গলিক উৎসব করা হয় তার-ই নাম নবান্ন।

খ বাংলা মাসের শেষ দিনকে বলা হয় সংক্রান্তি। এ দিনে ঋতুভেদে ভিন্ন ভিন্ন মাসের সংক্রান্তি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন উৎসব করা হয়। তবে বাঙালি সমাজে পৌষসংক্রান্তি ও চৈত্রসংক্রান্তির উৎসবই উল্লেখযোগ্য। সংক্রান্তি শব্দটি কোথাও কোথাও 'সাকরাইন' নামে পরিচিত। তবে পৌষপার্বণ বা পৌষসংক্রান্তিকে মকরসংক্রান্তি বলা হয়। হিন্দুরা এ দিনে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করে থাকে।

গ চিত্র-১ এর বিষয়টি হলো রথযাত্রা। এটি একটি সার্বজনীন উৎসব।

হিন্দুদের ধর্মানুষ্ঠানগুলোর মধ্যে রথযাত্রা অন্যতম একটি পর্ব। এটি হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব হলেও বর্তমানে সর্বজনীন উৎসব হিসেবে রূপলাভ করেছে। আষাঢ় মাসের শুক্লা-দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রা শুরু হয়। এ রথযাত্রা শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের রথযাত্রা নামেই পরিচিত। রথ

হলো চাকাওয়ালা একটি যান। এখানে তিনজন দেবতা জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা অধিষ্ঠিত থাকেন। ভক্তগণ এ তিন দেবতার যানটিকে একটি নির্দিষ্ট দেবালয় বা মন্দির থেকে রশি দিয়ে টেনে অন্য একটি নির্দিষ্ট মন্দির বা বারোয়ারি তলায় নিয়ে রাখা হয়। এর ঠিক নয় দিন পর অর্থাৎ একাদশীর দিন সে স্থান থেকে টেনে পুনরায় পূর্বের নির্দিষ্ট মন্দিরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এ পর্বটির নাম শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা বা উল্টোরথ। এ রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নয় দিনব্যাপী বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের দেশে প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই এ উৎসব পালিত হয়। তবে ঢাকা জেলার ধামরাইয়ে অনুষ্ঠিত রথযাত্রা উৎসব পৃথিবীজুড়ে খ্যাতিলাভ করেছে।

ঘ ১৩২ পৃষ্ঠার ৭(ঘ)নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ১৫ ▶ যশোর বোর্ড ২০২৩

হেমন্তকালে ধান কাটায় মেতে ওঠে কৃষকেরা। ঘরে ঘরে নতুন ধানের ভাত ও নানা রকম পিঠা-পায়েসের আয়োজন করে উৎসবে মেতে ওঠে। অপরদিকে, বর্ষবরণ উৎসব আজ বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক মহাউৎসব। এদিনে মিষ্টি বিতরণসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

ক. সংক্রান্তি কাকে বলে? ১
খ. রাখীবন্ধন বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে হেমন্তকালের যে উৎসবের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. বর্ষবরণ বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক মহোৎসব তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর : ▶ শিখনফল ৩

ক বাংলা মাসের শেষ দিনকে বলা হয় সংক্রান্তি।

খ রাখী কথাটি রক্ষা থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। ভাই-বোনের মধ্যকার আজীবন ভালোবাসাকে পবিত্র সুতার মাধ্যমে বেঁধে দেওয়ার অনুষ্ঠানকে বলা হয় রাখীবন্ধন। এদিন বোনেরা তাদের ভাইয়ের হাতে রাখী নামের একটি পবিত্র সুতা বেঁধে দেয়। এটি ভালোবাসার প্রতীক। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এ পর্বটি পালন করা হয় বলে একে রাখী পূর্ণিমাও বলা হয়। হিন্দুধর্মে রাখীবন্ধন একটি অন্যতম আচার।

গ উদ্দীপকে হেমন্তকালে যে উৎসবের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা হলো নবান্ন উৎসব।

হেমন্তকালে ধানকাটায় মেতে ওঠে কৃষকেরা। ঘরে ঘরে নতুন ধানের ভাত ও নানারকম পিঠা-পায়েস আয়োজন করে উৎসবে মেতে ওঠে। নবান্ন বারো মাসে তেরো পার্বণের একটি পার্বণ। নবান্ন শব্দের অর্থ নতুন ভাত, হেমন্তকালে নবান্ন উৎসব পালন করা হয়। অগ্রহায়ণ মাসে নতুন ধানের চাল দিয়ে তৈরি ভাত, নানারকম পিঠা প্রভৃতি দিয়ে মাঙ্গলিক উৎসব করা হয়। তার নাম নবান্ন উৎসব। নবান্ন বাংলার একটি ঐতিহ্যবাহী সার্বজনীন উৎসব। নবান্ন উৎসব আমাদের লোকাচার সংস্কৃতি। এ নবান্ন উৎসব আবহমান বাংলার হিন্দু-মুসলিম সকল সম্প্রদায়ের একটি ঋতুভিত্তিক অনুষ্ঠান। তাই বলা যায়, নবান্ন উৎসব ঐতিহাসিক ও সর্বজনীন। এ দিন শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রী লক্ষ্মীর পূজা দেওয়া হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, উদ্দীপকে হেমন্তকালের নবান্ন উৎসবের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

ঘ "বর্ষবরণ বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক মহাউৎসব"— যুক্তিটি যথার্থ।

বর্ষবরণ উৎসব আজ বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক মহাউৎসব। এদিনে মিষ্টি বিতরণসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বৈশাখের প্রথমদিন বর্ষবরণ উৎসব পালন করা হয়। বৈশাখের সকালবেলায় রমনা উদ্যান ও এর চারপাশের বিশাল জনসমাগমে সৃষ্টি হয় [illegible]। চারুকলার ছাত্রছাত্রীরা বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করে। সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা বিশাল জনসমুদ্রে পরিণত হয়। এ দিন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণি ও স্তরের মানুষ ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিধান করে। নববর্ষকে স্বাগত জানাতে তরুণীরা লালপাড়ের সাদা শাড়ি, হাতে চুড়ি, খোঁপায় ফুল, গলায় ফুলের মালা এবং কপালে টিপ পরে। ছেলেরা পাঞ্জাবি ও পায়জামা পরে। এদিন দেশের বিভিন্ন স্থানে বৈশাখী মেলার আয়োজন করা হয়। কোনো কোনো স্থানে লোকজ অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। ধর্মীয় অনুভূতির পাশাপাশি এ উৎসব বাঙালি জাতির সর্বজনীনতা পেয়েছে। তাই বর্ষবরণ উৎসব আজ বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক মহাউৎসব হিসেবে গুরুত্ব পেয়েছে।

প্রশ্ন ১৬ ▶ যশোর বোর্ড ২০২৩

বিমল ও শ্যামল দুজনেই স্কুলের ছাত্র। তারা একে অপরের প্রতিবেশী। বিমল নম্র ও ভদ্র। সে নিয়মিত পূজা করে, বড়দের সম্মান করে এবং সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করে। অপরদিকে, শ্যামল দুষ্ট ও উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের। সে ধর্মকর্মে অমনোযোগী, বড়দের অসম্মান করে। শ্যামলের মা বিমলের এমন নৈতিকতার কারণ জানতে চাইলে বিমলের মা বলে নিয়মিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের কারণে আমার ছেলে এমন বিনয়ী ও শান্ত।

ক. ধর্মাচার কাকে বলে? ১
খ. ধর্মানুষ্ঠান বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে বিমল ও শ্যামলের আচার-ব্যবহারের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা কর। ৩
ঘ. "ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করে।" উক্তিটি বিমল ও শ্যামলের জীবনের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর : ▶ শিখনফল ২ ও ৭

ক যে সমস্ত আচার-আচরণ আমাদের জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণময় করে তোলে তাকে ধর্মাচার বলে।

খ ঈশ্বর, দেব-দেবীর প্রশংসা করে যেসব অনুষ্ঠান করা হয় তাকে ধর্মানুষ্ঠান বলে। পূজা এক প্রকার ধর্মানুষ্ঠান। ধর্মশাস্ত্রে পূজা এবং অবশ্য কর্তব্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ধর্মানুষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে দোলযাত্রা, রথযাত্রা, নামযজ্ঞসহ সকল প্রকার পূজা। এ ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো আমাদের সংস্কৃতির পরিচায়ক।

গ উদ্দীপকে বিমল ও শ্যামলের আচার-ব্যবহারের মধ্যকার পার্থক্য রয়েছে।

আলোচ্য উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই বিমল ও শ্যামল সমবয়সী হওয়া সত্ত্বেও তাদের আচার-ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বিমলের পরিবারে নিয়মিত আচার-অনুষ্ঠান পালন করার কারণে তার মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতির সৃষ্টি হয়। সে ঈশ্বরে ভক্তিশ্রদ্ধা করে প্রতিদিন পূজা করে। সে শান্ত এবং নম্র। সে সমাজের সকলের সাথে ভালো আচরণ করে। বিমল সকলের প্রতি বিনয়ী ভাব পোষণ করে। সে বড়দের কথা কখনো অমান্য করে না। বড়দের সম্মান করে এবং সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করে।

অপরদিকে, শ্যামলের পরিবারে এসব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান না জানার কারণে সে ছিল ধর্মবিমুখ। সে ছিল দুষ্ট ও উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের। সকলের সাথে সে অভদ্র আচরণ করত। বড়দের কথায় তর্ক করত। কাউকে সে মান্য করত না। গুরুজনদের সে অসম্মান করত। ছোটদের স্নেহ করত না। সর্বোপরি সে অনিয়ন্ত্রিত ও বিশৃঙ্খল জীবনযাপন করত।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে, আচার-ব্যবহারের দিক থেকে বিমল ও শ্যামলের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে।

ঘ ধর্মগ্রন্থ মানুষকে নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা দেয়। ধর্মীয় গ্রন্থে মানুষের জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণময় করে তোলার জন্য কতকগুলো আচার-অনুষ্ঠান পালনের কথা বলা হয়েছে। এসব আচার-অনুষ্ঠান আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করে।

আলোচ্য উদ্দীপকে বিমলের পরিবারে নিয়মিত বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান যেমন রাখীবন্ধন, দীপাবলি, ভাইফোঁটা হতো এবং তার পরিবার অন্যান্য ধর্মানুষ্ঠান যেমন– দোলযাত্রা, রথযাত্রা, নামযজ্ঞ এগুলোতে অংশগ্রহণ করে। যার কারণে সে ধর্মের প্রতি অনুরাগী হয়। সে সকলের সাথে নম্র ও ভদ্র আচরণ করে। সকলের প্রতি বিনয়ী ভাব পোষণ করে। এসব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের কারণে তার মধ্যে মানবিক মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন ধর্মাচার থেকে সে সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষালাভ করতে পারে।

অন্যদিকে, শ্যামলের মধ্যে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের জ্ঞান না থাকায় পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সে বিশৃঙ্খল জীবনযাপন করত। যদি বিমলের মতো শ্যামল ধর্মাচার পালন করত তাহলে সে নম্র ও বিনয়ী হয়ে জীবনে কল্যাণ বয়ে আনতে পারত।

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের কারণে মানুষের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়। এসব অনুষ্ঠানে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলে অংশগ্রহণ করার ফলে সকলের মধ্যে সৌহার্দ ও সম্প্রীতির সৃষ্টি হয়। সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠে ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে। তাই বলা যায়, আমাদের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবনকে সুন্দর সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হলে ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মাচারের নীতি অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য।

প্রশ্ন ১৭ ▸ কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩

নিখিল বাবু একজন বড় ব্যবসায়ী তিনি বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে হালখাতা অনুষ্ঠান করেন। এদিনে তার বাড়িতে পূজার আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে প্রসাদসহ বিভিন্ন রকম মিষ্টি খাওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়। অন্যদিকে, তার বোন নমিতা দেবী কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে ঈশ্বরের এক বিশেষ শক্তির পূজা করেন। এ উপলক্ষে প্রদীপ জ্বালিয়ে চারদিকে আলোকিত করা হয়। এ পূজায় সবাই মিলে খুব আনন্দ করে। পূজা শেষে সবার জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়।

ক. পুণ্যস্থান কাকে বলে? ১
খ. ধর্মাচার বলতে কী বোঝায়? ২
গ. নিখিল বাবু কোন ধর্মাচারটি পালন করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. নমিতা দেবীর পূজার মূল উদ্দেশ্য পাঠ্যের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১৭নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৩ ও ৪

ক স্বয়ং ভগবান কিংবা তাঁর অবতারের আবির্ভাব স্থানকে বলা হয় পুণ্যস্থান।

খ ধর্মাচার বলতে সেসব আচার-আচরণকে বোঝায় যা আমাদের জীবনকে সুন্দর ও মঙ্গলময় করে গড়ে তোলে। এসব ধর্মাচার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের ধর্মনীতির সাথে সম্পর্কিত থাকে। এগুলোকে লোকাচারও বলা হয়। ধর্মাচারের মধ্যে মাঙ্গলিক কর্মের নির্দেশ অন্তর্নিহিত থাকে। ধর্মাচার করতে গেলে ধর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় এবং ধর্মানুষ্ঠানে ধর্মাচার করতে হয়। আমাদের জীবনে ধর্মাচারের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

গ নিখিল বাবু যে ধর্মাচারটি পালন করেন তা হচ্ছে বর্ষবরণ। বর্ষবরণ উৎসবে বিভিন্ন পূজা, মিষ্টি খাওয়া, ভাব বিনিময় ও হালখাতাসহ নানা প্রকার অনুষ্ঠান করা হয়।

বর্ষবরণ উৎসবে বাংলা সনের প্রথমদিনে নতুন বছরকে বরণ করা হয়। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ ও বিভিন্ন সংস্কৃতিক সংগঠন এদিন বিভিন্ন আয়োজন ও কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে পুরানো বছরকে বিদায় দিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানায়। এদিন বিভিন্ন পূজা, মিষ্টি ও ইলিশ-পান্তা খাওয়া, ভাব-বিনিময়, অন্যান্য অনুষ্ঠান ও হালখাতাসহ নানা অনুষ্ঠান করা হয় যা উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, নিখিল বাবু একজন বড় ব্যবসায়ী। তিনি বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে হালখাতা অনুষ্ঠান করেন। এদিনে তার বাড়িতে পূজার আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে প্রসাদসহ বিভিন্ন রকম মিষ্টি খাওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়। নিখিল বাবুর এসব কার্যক্রম মূলত বর্ষবরণকেই নির্দেশ করে।

তাই আমরা বলতে পারি, নিখিল বাবু যে ধর্মাচারটি পালন করেন তা হচ্ছে বর্ষবরণ।

ঘ নমিতা দেবী দীপাবলি উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে শ্যামা পূজা করেন। এ পূজা কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে করা হয়।

ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবনে ধর্মাচারের গুরুত্ব অপরিসীম। ধর্মনীতি মানুষকে ভদ্র, নম্র ও বিনয়ী করে তোলে। মানবিক মূল্যবোধের নীতি অনুসরণ করতে হলে ধর্মাচার অনুসরণ করতে হয়।

দীপাবলি তেমনি একটি ধর্মাচার। উদ্দীপকের নমিতা দেবী এ দীপাবলি উৎসবই পালন করে। সে কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে শ্যামা পূজা করেন। এ উপলক্ষ্যে প্রদীপ জ্বালিয়ে চারদিক আলোকিত করা হয়। এ পূজায় সবাই মিলে খুবই আনন্দ করে। পূজা শেষে সবাই প্রসাদ গ্রহণ করে যা দীপাবলি উৎসবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ পূজার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রদীপ জ্বালিয়ে অন্ধকার দূর করা। সচেতনতার আলো জ্বালিয়ে মনের অজ্ঞানতার মোহান্ধকার দূর করার প্রতীক মূলত এ উৎসব। সকল কুসংস্কার প্রদীপের আগুনে পুড়িয়ে সারা বিশ্ব আলোকিত করাই মূলত নমিতা দেবীর এ পূজার মূল উদ্দেশ্য। দীপাবলি হিন্দু ধর্মালম্বীদের অন্যতম একটি উৎসব। এ উৎসবে সবাই প্রদীপ জ্বালানো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অজ্ঞানতার মোহান্ধকার দূর করার ব্রত নিয়েই মূলত এ উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ১৮ ▸ কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩

শ্রাবণ মাসের একটি বিশেষ তিথিতে তনু তার ভাই তপুর ডান হাতে ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে একটি পবিত্র সুতা বেঁধে দেয়। অপরদিকে, শুভশ্রী কার্তিক মাসের এক বিশেষ তিথিতে উপবাস থেকে তার ভাই সুজয়ের কপালে কাজলের ফোঁটা দিয়ে দীর্ঘ জীবন কামনা করল।

ক. সংক্রান্তি কাকে বলে? ১
খ. ভক্তরা নামযজ্ঞানুষ্ঠানে যোগ দেয় কেন? ২
গ. তনু কোন ধর্মাচারটি পালন করে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. শুভশ্রীর পালিত ধর্মাচারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

১৮নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৩ ও ৪

ক বাংলা মাসের শেষ দিনকে সংক্রান্তি বলে।

খ নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের পূজা হয়। বিভিন্ন সুরে, ছন্দে, তালে কৃষ্ণনাম এবং রামনাম কীর্তন করা হয়। হিন্দুরা বিশ্বাস করে শ্রীহরির নাম নিলে বা শুনলে পুণ্য লাভ হয়। দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। এ বিশ্বাস নিয়েই ভক্তরা বহু দূর থেকে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।

গ তনু যে ধর্মাচারটি পালন করে তা হচ্ছে রাখীবন্ধন। এ অনুষ্ঠানে বোন তার ভাইয়ের হাতে পবিত্র সুতা বেঁধে দেয়।

'রাখী' কথাটি 'রক্ষা' শব্দ থেকে উৎপন্ন। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে বোনেরা তাদের ভাইদের হাতে রাখী নামের একটি পবিত্র সুতা বেঁধে দেয়। এ ধর্মাচারটি হলো রাখীবন্ধন। এটি ভাই-বোনের মধ্যকার আজীবন ভালোবাসার প্রতীক বহন করে। নিজের ভাই ছাড়াও আত্মীয়ও অনাত্মীয় ভাইদের হাতেও রাখী পরানো হয়। এতে ভাই-বোনের মধ্যে মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়।